

সত্য কী? - নম্বর এক

সত্যের কাঠামো: উদ্ঘাটন, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাদৃশ্য, এবং আলফা ও ওমগো

Jeff Pippenger

2023-08-05

সত্য কী—এই বিষয়টি আলোচনায় যাওয়ার আগে, আমরা লক্ষ্য করি যে আমরা এই অধ্যয়নটি শুরু করছি প্রকাশিত বাক্য প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদ দিয়ে, এবং এরপর ঈলিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ যোগ করছি। এই অধ্যয়নগুলোর কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যদ্বাণীতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে শনাক্ত করা, যিশু খ্রিস্টের প্রকাশের বার্তাকে উন্মোচন করা, ঈশ্বরের জনগণের প্রতীক হিসেবে নবীদে ভূমিকা স্বীকৃতি দেওয়া, এবং যিশু যে আলফা—এর অর্থ ও তার প্রভাবসমূহ বিবেচনা করা। আমরা দেখিয়েছি যে প্রকাশিত বাক্যের প্রথম তিনটি পদ প্রকাশিত বাক্যের শেষের পদগুলোর সঙ্গুগে মিলে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং উভয় ক্ষেত্রেই—আরম্ভে ও অন্তে—যিশু নিজেকে আলফা ও ওমগো, আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যয়নে আমরা এলিয়া সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি, প্রদর্শনের জন্য যে বাইবেলের প্রারম্ভিক পদগুলি পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মের সমাপনী পদগুলির সঙ্গুগে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং আরও যে, নতুন নিয়মের প্রারম্ভিক পদগুলিও বাইবেলের আপন যেভাবেই বিবেচনা করুন না কেন—সমগ্র হিসেবে বা দুটি নিয়ম হিসেবে—তার শুরু বা শেষের সঙ্গুগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমরা যে আরেকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই তা হলো—ঈশ্বর ইতিহাসের ধারায় ধীরে ধীরে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করে গেছেন—এই উপলব্ধি এই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে চুক্তির ইতিহাসের বাইবেলীয় ধারায় সময় যত অগ্রসর হয়েছে, ঈশ্বর ধাপে ধাপে তাঁর নানান নামের প্রতীকবাদে মাধ্যমে তাঁর চরিত্রের আরও বেশি দিক প্রকাশ করেছেন। সর্বশক্তমান ঈশ্বর আব্রাহামের সঙ্গুগে কথা বলছেন, এবং একই ঈশ্বর মূসার সঙ্গুগেও কথা বলছেন; কিন্তু তিনি মূসাকে জানালেন যে এরপর থেকে তাঁর নাম 'যহি়োবা' নামে পরিচিতি হবে। পরে যখন খ্রিস্ট এলেন, তিনি এমন এক নামে নিজেকে পরিচয় করালেন যা পুরাতন নিয়মে অজানা ছিল—শুধু দানিয়ালের তৃতীয় অধ্যায়ে একজন বাবিলীয়ের মুখে সেই নামটির একবারের উচ্চারণ ছাড়া। যিশু শুধু এটাই জানাননি যে তিনি পিতার একমাত্র উৎপন্ন পুত্র, তিনি সেই নব্বিদশিত চুক্তি-ইতিহাসে নিজেকেও 'মানুষের পুত্র' হিসেবে পরিচিতি করেছিলেন। অ্যাডভেন্টবাদে সূচনালগ্নে ঈশ্বর যখন চুক্তিতে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি মিলিরাইট অ্যাডভেন্টবাদেও একটি নাম দিলেন।

"এই সময়ে, যখন আমরা সমাপ্তির এত নিকটে, আমরা কি কার্যত এতটাই জগতের মতো হয়ে পড়ব যে মানুষ বৃথাই খুঁজবে ঈশ্বরের নামে পরিচিতি জনগণকে? জগত যে সুবধিই দিতে পারে, তার বনিমিমে ঈশ্বরের নরিবাচতি জ্ঞাত হিসেবে আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কি কী কী বকিয়ে দেবে? যারা ঈশ্বরের বধি লিঙ্ঘন করে, তাদের অনুগ্রহ কি অতি মূল্যবান বলে গণ্য হবে? যাদেরকে প্রভু তাঁর লোক বলে নাম দিয়েছেন, তারা কি মনে করবে যে মহান 'আমি আছি'-র উর্ধ্বে কোনো কষমতা আছে? যে বিশ্বাসের স্বতন্ত্র দিকগুলো আমাদেরকে সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টস্ট করছে, আমরা কি সেগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করব?" Evangelism, 121.

সপ্তম-দনি অ্যাডভেন্টিস্টদের যেনে নাম দেওয়া হয়ছে, তা প্রভু দয়িছেনে, এবং সিস্টার হোয়াইট প্রায়ই অ্যাডভেন্টিস্টদের ঈশ্বররেনে নামধারী জনগণ হসিবেনে উল্লখে করনে। "Denominated" বলতে নামকরণ করা বা নামপ্রাপ্ত হওয়াকে বোঝায়। ঈশ্বররেনে নামধারী জনগণ হসিবেনে সিস্টার হোয়াইট যেনে দুটি গরিজাকে শনাক্ত করছেন, সগেলো হলো প্রাচীন ইস্রায়লে এবং আধুনিক ইস্রায়লে।

অতএব, আমরা প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থরেনে অধ্যয়নে অগ্রসর হতে হতে আমা প্রস্তুত করছি যেনে ফলিডলেফিয়াবাসীদরেনে কাছ প্রকাশতি "নতুন নাম"—যাদরেনে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হসিবেনে উপস্থাপতি করা হয়ছে—তা সই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রহস্যরেনে একটা বড় অংশ, যার মোহর খোলা হয় পরীক্ষাকাল শেষে হওয়ার ঠিক আগেনে।

যেনে জয়ী হব, তাকে আমা আমা ঈশ্বররেনে মন্দরেনে একটা স্তম্ভ করব, এবং সেনে আর কখনও বাইরেনে যাবেনা; আর আমা তার উপর আমা ঈশ্বররেনে নাম এবং আমা ঈশ্বররেনে নগররেনে নাম লখিব, যা নতুন যরিশালেনে, যা স্বব্রগ হতে, আমা ঈশ্বররেনে কাছ থেকে, নমেনে আসেন; এবং আমা তার উপর আমা নতুন নাম লখিব। যার কান আছে, সেনে যেনে শুনেন, আত্মা মণ্ডলীসমূহকে যা বলনেন। প্রকাশতি বাক্য ৩:১২, ১৩।

শেষে সতরকবারতাটি হলো যশু খ্রিস্টরেনে প্রকাশরেনে বারতা, এবং এটি তার চরিত্ররেনে এক উদ্ঘাটন।

"যারা বররেনে আগমনরেনে প্রতীক্ষায় আছে, তারা লোকদরেনে বলতে হব, 'দখেন, তোমাদরেনে ঈশ্বর।' করুণার আলোর শেষে রশ্মিগলো, পৃথিবীকে দেওয়ার জন্য শেষে করুণার বারতা, হয় তার প্রমেময় চরিত্ররেনে এক প্রকাশ। ঈশ্বররেনে সন্তানরা তার মহিমা প্রকাশ করব। তাদরেনে নজিস্ব জীবন ও চরিত্রেনে তারা প্রকাশ করব ঈশ্বররেনে অনুগ্রহ তাদরেনে জন্য কী করছে।" খ্রিস্টরেনে দৃষ্টান্তসমূহ, 415, 416.

যীশুকে 'বাক্য' হসিবেনে নয়ি লপিবিদ্ধ করার মতো আমাদরেনে কাছ আরও অনেকে বসিয় আছে, কনিতু এখন আমরা 'সত্য' শব্দটিনয়ি আলোচনা করব। 'সত্য' সম্বন্ধে উপলব্ধি, 'সত্য' শব্দটির উপলব্ধি, এবং 'সত্যরেনে বাক্য' গঠনে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর উপলব্ধি—এসবই খ্রিস্টরেনে চরিত্ররেনে উপলব্ধি।

তখন পলিাত তাঁকে বললেন, "তবে তুমি কি রাজা?" যীশু উত্তর দলিনে, "তুমিই বলছ যেনে আমা রাজা। এই উদ্দেশ্যই আমা জন্মছে, এবং এই কারণই আমা জগতে এসছে—যেনে আমা সত্যরেনে সাক্ষ্য দই। যারা সত্যরেনে পক্ষরেনে, তারা আমা কণ্ঠ শোনেন।" পলিাত তাঁকে বললেন, "সত্য কী?" এবং এ কথা বলে তিনি আবার বাইরেনে গয়ি ইহুদাদরেনে বললেন, "আমা তার মধ্যকেনো দোষই পাই না।" যোহন ১৮:৩৭, ৩৮।

পদটিতে "সত্য" হসিবেনে অনুদতি গ্রকি শব্দটি একটা হিব্রু শব্দ থেকে এসছে, যা একই সঙ্গে একটা অক্ষর এবং এমনকা একটা সংখ্যাও। হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর হলো "aleph"। আসলে, হিব্রু বর্ণমালার প্রথম দুটি অক্ষর হলো "aleph" এবং "beth", এবং সগেলি গ্রকি প্রথম দুটি অক্ষর "alpha" ও "beta"-র সঙ্গে খুবই মলি। একসঙ্গে এগলো "alphabet" শব্দটির শিকড় গঠন করেন। সুতরাং "alpha" (হিব্রু অক্ষর "aleph" থেকে) একটা অক্ষর, একটা শব্দ, একটা সংখ্যা—এবং যীশুর বহু নামরেনে একটা হসিবেনেও ব্যবহৃত হয়।

যখন পলিাত প্রশ্ন করলেন, 'সত্য কী?' তখন যশু তাঁকে আগই বলছিলেন যেনে তিনি 'জগতে এসছেন' এবং তিনি 'জন্মগ্রহণ করছেন'—এর কারণ ছিল 'সত্যরেনে' সাক্ষ্য দতি। তিনি

আরও বললেন যে 'যে কটে সত্যের, সে শোনে' তাঁর কণ্ঠস্বর।

ধন্য তিনি যিনি পড়েন, এবং যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাণী শোনে এবং এতে যা লখো আছে তা পালন করেন; কারণ সময় আসন্ন। প্রকাশিত বাক্য ১:৩।

সত্য: G225- G227 থেকে; সত্য: - সত্য, X সত্যই, সত্য, সত্যতা। G227- G1 থেকে (নিষেধাত্মক অব্যয় হিসেবে) এবং G2990; সত্য (গোপন না করার অর্থ): - সত্য, সত্যই, সত্য। G1; A. হবির মূলরে; বর্ণমালার প্রথম অক্ষর: কেবল রূপকভাবে (সংখ্যা হিসেবে এর ব্যবহারের কারণে) প্রথম। আলফা।

যীশু তাঁকে বললেন, আমি পিতা, সত্য ও জীবন; আমাকে ব্যতীত কেউ পিতার কাছে আসে না। যোহন ১৪:৬।

যখন যীশু বলছিলেন, "আমি... সত্য।" তিনি বিলছিলেন যে তিনি একটা বিরণ, একটা সংখ্যা এবং একটা শব্দ; কারণ 'আলফা' বর্ণ, 'আলফা' শব্দ এবং 'আলফা' সংখ্যা—সবই "সত্য"। দানিয়্যেলে গ্রন্থে, খ্রিস্ট নিজেকে 'অদ্ভুত গণনাকারী' হিসেবে প্রকাশ করছিলেন, যা হবির শব্দ 'পালমোনি'-র সংজ্ঞা; এবং দানিয়্যেলে অধ্যায় আটে এটা যিনি কথা বলছিলেন সেই নরিদিস্ট সাধু হিসেবে অনুদতি হয়েছে।

তখন আমি এক পবিত্রজনকে কথা বলতে শুনলাম; আরকে পবিত্রজন সেই নরিদিস্ট পবিত্রজনকে, যিনি বিলছিলেন, বললেন, 'দৈনিকি বলা ও ধ্বংস আনয়নকারী অপরাধ সম্বন্ধে এই দর্শন কতকাল স্থায়ী হবে, যাতো পবিত্রস্থান ও সনোবাহিনী উভয়ই পদদলতি হয়?' তিনি আমাকে বললেন, 'দুই হাজার তিশত দিন পর্যন্ত; তারপর পবিত্রস্থান শুদ্ধ করা হবে।' দানিয়্যেলে ৮:১৩, ১৪।

তরো নম্বর পদে যে "নরিদিস্ট সাধু"র কথা আছে তিনি হলেন "Palmoni" - আশ্চর্য গণনাকারী, বা রহস্যসমূহের গণনাকারী। এই দুই পদেই 2300 বছরের ভবিষ্যদ্বাণী এবং 2520 বছরের দুটা ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপিত হয়েছে। 2300 বছর "পবিত্রস্থান"কে লক্ষ্য করে এবং 2520 বছরের দুটা ভবিষ্যদ্বাণী "জনসমষ্টি"কে লক্ষ্য করে, কারণ পবিত্রস্থান ও জনসমষ্টি উভয়ই রোমের দ্বারা পদদলতি হবে। 2520 বছরের ভবিষ্যদ্বাণী ঈশ্বরের পবিত্রস্থান ও জনগণের ওপর পদদলনকে উপস্থাপন করে। সময়ের ওপর ভিত্তি করে তিনি গীতীর ও আন্তঃসংযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী, বাইবেলের ঠিক সেই স্থানে যেখানে যীশু নিজেকে রহস্যের আশ্চর্য গণনাকারী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। এটা শুধু নয় যে তিনি সময়ের পরভু হিসেবে নিজেকে পরিচয় করাতো এই দুই পদ বছে নিযেছিলেন; বরং যে দুই পদে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, সেগুলোই চিহ্নিত করে কখন তিনি আধুনিক আত্মিক ইস্রায়লের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করবেন, এবং ঐ দুই পদই অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তি ও কেন্দ্রীয় স্তম্ভ।

"অন্যান্য সকলের উর্ধ্বে যা অ্যাডভেন্ট বশ্বাসের ভিত্তি এবং প্রধান স্তম্ভ ছিল, সেই শাস্ত্রবাক্যটি ছিল এই ঘোষণা: 'দুই হাজার তিশো দিন পর্যন্ত; তখন পবিত্রস্থান শুদ্ধ করা হবে।' [দানিয়্যেলে ৮:১৪]" দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৪০৯।

১৭৯৮ সালে, শেষে সময়ে, দানিয়্যেলে পুস্তককে সীল খোলা হয়েছিল এবং প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা ইতিহাসে প্রকাশ পেয়েছিল, যা মলিরাইট আন্দোলনের সময় ঘটে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক জ্ঞানের বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করেছিল; আর সেটাই ছিল সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টবাদের সূচনা। যখন মলিরাইটদের কাছে দানিয়্যেলে পুস্তককে সীল খোলা হলো, তারা পালমোনি থেকে—সময়ের একটা বার্তা—ঝুঁকতে পেরেছিল। ঈশ্বরের বাক্য কখনও

ব্যর্থ হয় না, এবং এটি সর্বদা শেষকে শুরুর সাথে চিহ্নিত করে। সুতরাং অ্যাডভেন্টবাদে শেষে নিশ্চিতভাবেই তাঁর চরিত্রের এক প্রকাশ থাকবে, যমেন মলিরাইট ইতিহাসে ছিল। এই সত্যটি অ্যাডভেন্টবাদে সূচনা ও সমাপ্তির ওপর ভিত্তি করে, তবে এটি দানয়িলের পুস্তক ও প্রকাশিত বাক্য পুস্তককে ঘোষণা সম্পর্কিত ওপরও ভিত্তি করে। দানয়িলে ও প্রকাশিত বাক্য একত্রে একটিমাত্র পুস্তককে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সেই প্রতিনিধিত্বে তারা দুই সাক্ষী—প্রথমটি দানয়িলে, আর শেষটি প্রকাশিত বাক্য।

"দানয়িলে ও প্রকাশিত বাক্য—এই দুই গ্রন্থ অভিন্ন। একটি ভবিষ্যদ্বাণী, অন্যটি উদ্ঘাটন; একটি সিলমোহরযুক্ত গ্রন্থ, অন্যটি উন্মুক্ত গ্রন্থ।" সভেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টস্ট বাইবেলে কমনেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৭২।

দানয়িলে ও প্রকাশিত বাক্য দুই গ্রন্থ হলও মূলত একটিই গ্রন্থ; যমেন বাইবেলে একটিই গ্রন্থ, যা পুরাতন ও নতুন, বা শুরু ও শেষ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রকাশিত বাক্য ১১ অধ্যায়ে মোশিও এলিয়াহ হিসেবে উপস্থাপিত দুই সাক্ষী আসলে পুরাতন ও নতুন নয়।

দুই সাক্ষী সম্বন্ধে নবী আরও ঘোষণা করেন: 'এরা হলো দুই জিলপাই গাছ, এবং দুই প্রদীপাধার, যারা পৃথিবীর ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।' 'তোমার বাক্য,' গীতকার বলেন, 'আমার পায়ে প্রদীপ এবং আমার পথের আলো।' প্রকাশিত বাক্য ১১:৪; গীতসংহিতা ১১৯:১০৫। এই দুই সাক্ষী পুরাতন ও নতুন নয়মের শাস্ত্রসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করে। মহাসংঘর্ষ, ২৬৭।

দানয়িলে এবং যোহন দুইজন সাক্ষী, যাঁরা উভয়েই নরিয়াততি হয়েছিলেন, উভয়েই বন্দী হয়েছিলেন, উভয়েরই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের একই ধারা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, উভয়েই এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের প্রতিনিধিত্ব করেন, উভয়েই যরিশালমে ধ্বংসের পরবর্তী সময়ে জীবিত ছিলেন, উভয়েই মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রতীক (যোহন ফুটন্ত তলে থেকে এবং দানয়িলে সিংহের গহ্বর থেকে)।

দানয়িলে খ্রিস্টের চরিত্রের একটি বিশেষ প্রকাশ চিহ্নিত করেন, এবং তিনি তা করেন সেই দুই পদে মাধ্যমে, যগুলোকে প্রেরণা সপ্তম দবিস অ্যাডভেন্টস্ট গরিজার 'কনেন্ট্রীয় স্তম্ভ ও ভিত্তি' বলে অভিহিত করে। সেই দুই পদ ছিল 'শরীপাথর'—ভিত্তিতে স্থাপিত চূড়ান্ত পাথরটি—যে ভিত্তি উইলিয়াম মলিয়ারে কাজের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। এই শরীপাথর সঙ্গে নিয়ে এলো স্বর্গীয় পবিত্রস্থান, ঈশ্বরের আইন, সাবাথ, অনুসন্ধানমূলক বিচার এবং প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ে তিনি স্বর্গদূত সম্পর্কে বোঝাপড়া। দানয়িলে হলো গ্রন্থের শুরু, যোহন হলো শেষ।

যোহনের লেখনী অ্যাডভেন্টজিমে শেষ পর্যায়ে খ্রিস্টের চরিত্রের এক প্রকাশকে চিহ্নিত করবে। আধুনিক ইস্রায়লের শুরুর তনি নিজেকে 'অদ্ভুত গণনাকারী' হিসেবে—অর্থাৎ গণতিসংক্রান্ত সব কছির স্রষ্টা হিসেবে—প্রকাশ করেছিলেন, আর আধুনিক ইস্রায়লের শেষে প্রান্তে তনি নিজেকে এক অসাধারণ ভাষাবাদি হিসেবে প্রকাশ করছেন। ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত যা কছির—ভাষার গঠন, ব্যাকরণবিধি, শব্দসমূহ, এমনকি বর্ণমালার অক্ষরও—সব কছিরই তনি স্রষ্টা। তনি সৃষ্টি করেছেন সেই যোগাযোগব্যবস্থা, যা শব্দে দ্বারা সম্পন্ন হয়, যা লিখিত হোক বা কথ্য—উভয়েই ব্যাকরণবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—যা এমন এক বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ হয় যা তাঁরই পরিকল্পিত; আর এ সবকছির উর্ধ্বে, তনি নিজেই সেই বাক্য। সেই বাক্যের দ্বারাই তনি অন্ধ, অপ্রস্তুত লাওদকিয়াবাসীদের পবিত্রীকৃত ফলিদলেফিয়াবাসীতে রূপান্তরিত করেন।

তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র কর: তোমার বাক্যই সত্য। যোহন ১৭:১৭।

"sanctify" হিসেবে অনুদতি শব্দটির অর্থ হলো পবিত্র করা। এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজার পবিত্র হবে, এবং তারা "সত্য"-এর দ্বারা, বা বলা যায়, তাঁর "বাক্য"-এর দ্বারা, সেই চরিত্রেরে অবস্থায় উপনীত হবে; কারণ যিশুই বাক্য এবং তিনিই সত্য।

আদতি বাক্য ছিল, এবং সেই বাক্য ঈশ্বরকে সঙ্গুগে ছিল, এবং সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদতি ঈশ্বরকে সঙ্গুগে ছিলেন। সমস্ত কিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে; এবং যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তার কোনোটাই তাঁর ছাড়া সৃষ্টি হয়নি। যোহন ১:১-৩।

দেখুন, যোহন তার সুসমাচারে প্রথমই এই কথাটি লিখেছেন। এটি অবশ্যই আদপিস্তক প্রথম যে লেখা হয়েছে তার সঙ্গুগে সাযুজ্যপূর্ণ। এটি সাক্ষ্যে সংযোজন ঘটায় এবং আদপিস্তক প্রথম অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে, তা আরও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে।

আদতি ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। আদপিস্তক ১:১।

প্রথম পদে "God" হিসেবে অনুদতি শব্দটি বিহুবচন, তাই "আদতিই" বোঝা যায় যে ঈশ্বর কেবল একজন নন। যোহনের সুসমাচারে "আদতি" বাক্য ঈশ্বরকে সঙ্গুগে ছিলেন এবং ঈশ্বর ছিলেন। আর সেই বাক্যই ছিলেন স্রষ্টি।

যীশু হলেন বাক্য, এবং তিনি ঈশ্বরত্বকে মানবত্বের সঙ্গুগে যুক্ত করে বাইবেলে দান করছেন—ঈশ্বরত্বের প্রতিনিধিত্ব করছেন পবিত্র আত্মা, আর মানবত্ব প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে, যাঁরা গরিজাগুলিতে পাঠ্যের জন্য নির্ধারিত পুস্তকগুলির বাক্যগুলি লিখেছিলেন। সুতরাং, যীশুর মতোই বাইবেলেও মানবত্ব ও ঈশ্বরত্বের সমন্বয়। পততি শরীরী মানুষের সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও বাইবেলে পবিত্র; এবং যাঁরা এটিকে কলমবন্দী করছিলেন, তাঁরাও পবিত্র ছিলেন।

আমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণীর আরও নিশ্চিতি বাক্যও আছে; তোমরা তাকে মনোযোগ দলে ভালো করো, যেন অন্ধকার স্থানে জ্বলে এমন এক আলোর প্রতিমোযোগ দেওয়া হয়, যতক্ষণ না দিন উদয় হয় এবং প্রভাতের তারা তোমাদের হৃদয়ে উদতি হয়। প্রথম এ জনে রাখো, যে শাস্ত্রের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার বিষয় নয়। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রাচীনকালে মানুষের ইচ্ছা থেকে আসেনি; বরং ঈশ্বরের পবিত্র লোকের পবিত্র আত্মা দ্বারা চলতি হয় কথা বলছেন। ২ পতির ১:১৯–২১।

নবীরা পবিত্র ব্যক্তি হলেও, তবুও তারা ছিল পততি মানুষ, কারণ সবাই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবুও বাইবেলে দৈবত্ব ও মানবত্বের এক সমন্বয়, এবং তা পবিত্র; কারণ ঈশ্বরের বাক্য তাঁর জীবন ও তাঁর লিখিত বাক্যের মাধ্যমে দেখাতে এসেছিলেন যে, দৈবত্বের সঙ্গুগে যুক্ত মানবত্ব পাপ করে না। বাইবেলে সম্পর্কে যা সত্য, তা খ্রিস্ট সম্পর্কেও সত্য, কারণ তিনিই বাইবেলে।

যীশু নিজের পাপময় দেহ ধারণ করেছিলেন এবং কখনোই পাপ করেননি; এইভাবে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যে মানবত্ব ঈশ্বরত্বের সঙ্গুগে যুক্ত হলে পাপ করে না।

"বথেলহেমের কাহনি এক অক্ষয় বিষয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে 'ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধনকে গভীরতা।' Romans 11:33. উদ্ধারকর্তার ত্যাগ দেখে আমরা বিস্মিত হই—তিনি স্বর্গেরে সিংহাসন বদলে খোঁয়াড়েরে খাদ্যপাত্র, আর আরাধনাকারী স্বর্গদূতদের সঙ্গ বদলে খোঁয়াড়েরে পশুদের সঙ্গ গ্রহণ করলেন। তাঁর উপস্থিতিতে

মানব অহংকার ও আত্মপর্যাপ্ততা ধিক্কৃত হয়। তবু এটি ছিল তাঁর অপূর্ব আত্ম-নম্রতার কবেল শুরু। এমনকি যখন আদম এদনে তাঁর নরিদোষ অবস্থায় ছিলেন, তখনও ঈশ্বরপুত্রের মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করা প্রায় অসীম অবনতি হতো। কনিতু যিশু মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করছিলেন তখন, যখন মানবজাতি চার হাজার বছরে পাপে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আদমের প্রত্যকে সন্তানের মতোই তিনি বিংশগতির মহান নয়িমের কার্যকারিতার ফল গ্রহণ করছিলেন। এই ফলাফলগুলি কী ছিল, তা তাঁর পার্থবি পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে প্রকাশিত। এমন বংশগত উত্তরাধিকার নয়িই তিনি আমাদের দুঃখ ও প্রলোভন ভাগ করে নতি, এবং আমাদের পাপহীন জীবনের উদাহরণ দতি এসেছিলেন।" The Desire of Ages, 48.

যীশু হলেন বাক্য, এবং যীশু ও বাইবেলে উভয়ই মানবতা ও ঈশ্বরকিতার সমন্বয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যখন যীশু বাইবেলে গড়ে তুলছিলেন, তিনি বাইবেলের মধ্যে এমন নয়িম স্থাপন করছিলেন, যাতো যারা শুনবে, তারা শুনতে পারে। যো নয়িমগুলো বাইবেলকে পরচালতি করে, সেগুলোও তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

"প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থে বাইবেলের সমস্ত গ্রন্থ মলিতি হয়ে পরসিমাপ্তি পায়। এখানো দানয়িলের গ্রন্থের পরপিরক রয়েছে।" পরেরতিদের কার্যাবলি, ৫৮৫।

"Complement" শব্দটির অর্থ পরপূরণ করে তোলা। দানয়িলের সাক্ষ্য প্রকাশতি বাক্যে গয়িে সমাপ্ত হয়; ফলে দানয়িলের সাক্ষ্যই শুরু এবং প্রকাশতি বাক্যই শেষে। প্রকাশতি বাক্যের শুরুটি আবার প্রকাশতি বাক্যের শেষেও পুনরাবৃত্ত হয়েছে, এবং দানয়িলে পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদে আক্শরিকি ইস্রায়লে ও আক্শরিকি বাবলিরে মধ্যে যুদ্ধের কথা আছে, যখনো বাবলি জয়ী হয়; কনিতু পরীক্ষাকালীন ইতিহাসের পরসিমাপ্ততি (দানয়িলে 11:45; 12:1) আধ্যাত্মিকি বাবলিরে সঙ্গে আধ্যাত্মিকি ইস্রায়লেরে যুদ্ধ চলছে, এবং শেষে পর্যন্ত বাবলি পরাজতি হয় ও ইস্রায়লে বজয়ী হয়। প্রকাশতি বাক্যে যোহনের মতোই, দানয়িলের সাক্ষ্যের শুরু তাঁর সাক্ষ্যের শেষের সঙ্গে সঙ্গতপূরণ। তাহলে, সত্য কী?

'মতবাদ' এমন একটি শব্দ, যা বোঝায়—বিশ্বাসীদের একটি গোষ্ঠী কোনটিকে সঠিক বলে মনে করে। এর উদ্দেশ্য বা ব্যবহার বাইবেলে বা খ্রিস্টধর্মের সীমাবদ্ধ নয়। কথতি খ্রিস্টধর্মের, সম্ভবত সত্য মতবাদের চয়ে মথিয়া "মতবাদ"ই বেশি, কারণ আধ্যাত্মিকি বাবলি—পোপনতর—প্রত্যকে অপবতির ও ঘৃণ্য পাখরি একটি খাঁচা; আর সেই পাখিগুলি মন্দরে প্রতিনিধিত্ব করে, যা মথিয়া মতবাদের মাধ্যমে—যেমন "ব্যবস্থা" বলিপ্ত হয়েছে—গরিজাগুলো টকিযিে রাখো ও আড়াল করে। কনিতু সত্য মতবাদ আছে।

বরীযানদের মন পূর্বাগ্রহে সংকীরণ ছিল না। তারা পরেরতিদের প্রচারতি শকিষার সত্যতা যাচাই করতে আগ্রহী ছিলেন। তারা বাইবেলে অধ্যয়ন করত কৌতূহলবশত নয়, বরং প্রতশিরুত মশীহ সম্পরকে কী লখো আছে তা জানতে। প্রতদিনি তারা ঈশ্বর-পরেরতি লখোবলখিতযিে দেখত, এবং শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্র মলিযিে দেখতে দেখতে স্বর্গীয় স্বর্গদূতরা তাদের পাশে থাকতেন, তাদের মনকে আলোকতি করতেন এবং তাদের হৃদয়কে প্রভাবতি করতেন।

যখনোই সুসমাচারের সত্যসমূহ প্রচারতি হয়, সখনোই যারা সততার সঙ্গে সঠিক কাজ করতে ইচ্ছুক, তারা শাস্ত্রসমূহের অধ্যবসায়ী অনুসন্ধানের পরচালতি হয়। যদি এই পৃথিবীর ইতিহাসের সমাপনী পরবে, যাদের কাছে পরীক্ষামূলক সত্যগুলো ঘোষতি হচ্ছো, তারা বরীযাসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রতদিনি শাস্ত্রসমূহ পরীক্ষা করত এবং তাদের দেওয়া বার্তাগুলিকে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে মলিযিে দেখত, তাহলে আজ ঈশ্বরের

অংশ অনুযায়ী, এটাই সেই "বর্তমান সত্য" যা "পালরে এখন প্রয়োজন"।

প্রাচীন ইসরায়েলে ইসরায়েলের সূচনা, আর আধুনিক ইসরায়েলে শেষপর্ব। প্রাচীন আক্শরিক ইসরায়েলে ১৭৯৮ সালে শুরু হওয়া "শেষ সময়" থেকে রববার আইন পর্যন্ত সভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টস্টিট জনগণের পূর্বরূপ ছিল। খ্রিস্টের প্রথম আগমনের আগে ইহুদরি "বর্তমান সত্য" দেখতেই পতে না, কারণ রীতিনীতি ও প্রথার উপর তাদের নরিভরতার কারণে তারা অন্ধ (লোওদকীয়) ছিল।

আমরা যে সময়ে বাস করছি, সেই সময়টিকে আমরা বুঝতে চাই। আমরা এটিকে অর্ধেকটুকুও বুঝি না। আমরা এটিকে অল্পও হৃদয়গুগম করি না। কী ভয়ংকর শত্রুর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি হতে হবে, এবং তাকে মোকাবলি করতে আমরা কতটা অপ্রস্তুত—এ কথা ভাবলেই আমার হৃদয় কঁপে ওঠে। ইসরায়েলের সন্তানদের পরীক্ষাসমূহ এবং খ্রিস্টের প্রথম আগমনের ঠিক আগে তাদের মনোভাব—খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে ঈশ্বরের জনগণের অভিজ্ঞতায় তাদের অবস্থানটা ব্যাখ্যা করার জন্য—এসব বিষয় আমার সামনে বারবার উপস্থাপন করা হয়েছে: কীভাবে শত্রু প্রতটি সুযোগে ইহুদদের মনকে নবিত্রণে নতি চেষ্টেছিলি; এবং আজও সে ঈশ্বরের দাসদের মনকে অন্ধ করতে চাইছে, যাতে তারা মূল্যবান সত্যটি অনুধাবন করতে না পারে। নরিবাচতি বার্তাসমূহ, বই ২, ৪০৬।

আমাদের পরবর্তী তথ্যসূত্র অনুযায়ী, ইহুদরি 'ঈশ্বরের মূল সত্য' থেকে দৃষ্টি হারিয়েছিলি, এবং ইহুদদের জন্য সেই মূল সত্য ছিলি মশির থেকে মুক্তির ইতিহাস। সেই মুক্তির ইতিহাসই ছিলি তাদের মূল সত্য; সটোই ছিলি সেই সত্য, যা তাদের প্রজন্ম ধরে তাদের সন্তানদের শখোতে নরিদশে দেওয়া হয়েছিলি। তারা ব্যর্থ হয়েছিলি, অ্যাডভেন্টবাদও তমেনই ব্যর্থ হয়েছিলি। অন্ধ হয়ে পড়া ইহুদদের কাছে সত্য উপস্থাপন করার জন্য, যীশু সত্যকে এক কাঠামোর মধ্যে সাজিয়েছিলি।

উদ্ধারকর্তার সময়ে, ইহুদরি সত্যের মূল্যবান রত্নগুলিকে প্রথা ও উপকথার আবরণে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছিলি যে সত্যকে মথিয়া থেকে আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলি। উদ্ধারকর্তা কুসংস্কার ও দীরঘদনিরে লালতি ভ্রান্তির আবরণে সরিয়ে দতি, এবং সত্যের কাঠামোতে ঈশ্বরের বাক্যের রত্নগুলোকে স্থাপন করতে এসেছিলি। ইহুদদের কাছে যেমেন তনি এসেছিলি, তমেনি যি দতি তনি এখন আমাদের কাছে আসতনে, উদ্ধারকর্তা কী করতনে? তাঁকে প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের আবরণে সরিয়ে দেওয়ার অনুরূপ কাজই করতে হতো। তনি যখন এই কাজটি করলনে, ইহুদরি ভীষণ বচিলতি হল। ঈশ্বরের মূল সত্য তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছিলি, কনিতু খ্রিস্ট আবার তা সামনে আনলনে। ঈশ্বরের মূল্যবান সত্যগুলোকে কুসংস্কার ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা আমাদের কাজ।

গোরবময় সত্যগুলি দৃষ্টির আড়ালে সমাধিস্থ হয়েছিলি, আর ভ্রান্তি ও কুসংস্কার সগুলোকে নরিজ্বল ও অনাকর্ষণীয় করে তুলেছিলি। যীশু ঈশ্বরের আলো প্রকাশ করনে এবং সত্যের সুনদের দীপ্তিকে তার সকল ঈশ্বরিক মহমিসহ উদ্ভাসিত করনে। সৎজনদের মন মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধায় পরপূরণ হয়। যনি সত্যের রত্নসমূহ উন্মোচতি করে তাদের বোধগম্যের জন্য সগুলো প্রদর্শন করছেন, তাঁর প্রতি তাদের হৃদয় পবতির স্নহে আকৃষ্ট হয়।

ইহুদরি সত্যের কিছু অংশ বুঝেছিলি এবং ঈশ্বরের বাক্যের কিছু অংশ শকিয়া দতি; কনিতু ঈশ্বরের আইনের সুদূরপ্রসারী প্রকৃতি তারা অনুধাবন করতে পারনে। খ্রিস্ট প্রথার

আবর্জনা সরিয়ে দিলে এবং ঈশ্বরকে উদ্দেশ্যগুণের আসল সারবস্তু ও মর্ম প্রকাশ করলেন। তাঁর এই কাজ দেখে তারা এতটাই ক্షুব্ধ হল যে ন্যযন্তরণ হারাল। তারা এক শহর থেকে আরেক শহরে এই মর্মে মথিয়া খবর ছড়াতে লাগল যে খ্রিস্ট ঈশ্বরের কাজ ধ্বংস করছেন। কনিতু যশি যখন পুরোনো আচাররীতগুণে তুলে দিলে, তখন তিনি পুরোনো সত্য়গুণে সত্য়রে কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি সেগুণে মলোলনে ও যুক্ত করলেন, একটা পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্য়রে ব্য়বস্থা গড়ে তুললেন। এটাই ছিল আমাদের ত্রাণকর্তার কাজ; আর এখন আমরা কী করব? আমরা কী খ্রিস্টের সঙগে সুর মলিযিে কাজ করব না? আমরা কী শিোনা কথার বশে চলব? আমরা কী আমাদের নজিরে কল্পনাকে ঈশ্বরের আলো আমাদের কাছ থেকে আড়াল করতে দেবে? আমাদের মনোযোগ দযিে পড়তে হবে, বোধসহকারে শুনতে হবে, এবং আমরা যা শখিছে তা অন্য়দরেও শখোতে হবে। আমাদের জীবনের বুটরি জন্ম নরিন্তর ক্షুধারত থাকতে হবে, জীবন্ত জল এবং লবোননরে তুষার নরিন্তর খুঁজতে হবে, যাতে আমরা মানুষদের সত্য়রে উৎসরে জীবন্ত, শীতলকারী জলরে কাছে নযিে যতে পারাি রভিডি অ্যান্ড হরোল্ড, ৪ জুন, ১৮৮৯।

তাঁর প্রথম আগমনে যীশু "পুরোনো সত্য়গুণে পুনঃস্থাপন করছিলেন, সেগুণে সত্য়রে কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করছিলেন। তিনি সেগুণে পরস্পর মলিযিে ও যুক্ত করছিলেন, ফলে সত্য়রে একটা সম্পূর্ণ ও সুষম প্রণালী গঠিত হযছিল।" যীশু প্রাচীন ইস্রায়লেরে প্রারম্ভকি ইতহিস ব্য়বহার করছিলেন পুরোনো সত্য়গুণে পুনঃস্থাপনেরে জন্ম, এবং তিনি তা করছিলেন সেই সত্য়গুণে (বষিযভিত্তিকভাবে) মলিযিে ও তাদেরে পরস্পরে (সমান্তরালভাবে, পংকত পির পংকত) যুক্ত করে। তিনি এটিকরছিলেন ইহুদদেরে এমন রীতনীতি ও ঐতহিয থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, যা তাদেরে অন্ধ করে রেখেছিল। ওই ইতহিস ছিল আক্షরকি ইস্রায়লেরে সমাপনী ইতহিস।

অ্যাডভেন্টজিম প্রাচীন ইস্রায়লেরে শেষে পরবরে ইতহিস পুনরাবৃত্তিকরছে; প্রথা ও রীতনীতির ফলে সৃষ্ট লাওদকীয় অন্ধতব দূর করতে সত্য়কে যে "কাঠামো"র মধ্যে স্থাপন করা দরকার, তা আজও ঠকি তমেনভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে, যমেনটি হযছিল যখন খ্রিস্ট ইহুদদেরে সঙগে মথিস্করযিা করছিলেন। "পুরোনো সত্য়"গুণে সত্য়রে "কাঠামো"র মধ্যে স্থাপন করতে হবে, যাতে ভবষিযদ্বাণীমূলক রখোগুণে অন্যান্য় ভবষিযদ্বাণীমূলক রখোর সঙগে, "রখোর পর রখো" সমান্তরালভাবে, একত্রিত করা যায়, সম্ভব হল কোনে লাওদকীয়কে তার অন্ধতব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। সব বষিযে খ্রিস্টই আমাদের আদর্শ।

বাইবেলে কিছু সত্য় রযছে যেগুণে মতবাদ হিসবে চহিনতি করা হয়, এবং "অনকে বসিম্য়কর সত্য়"ও আছে; কনিতু "বর্তমান সত্য়"ও আছে, যা সত্য় প্রকাশতি হল তখন জীবতি "প্রজন্ম"-এর "মানুষদেরে জন্ম একটা পরীক্షা"। ভবষিযদ্বাণীমতে এটা অ্যাডভেন্টবাদরে চতুর্থ প্রজন্মে ঘটবে, এবং "বর্তমান সত্য়", "যা এই প্রজন্মরে জন্ম একটা পরীক্షা", অ্যাডভেন্টবাদরে প্রাথমকি প্রজন্মগুণেরে জন্ম পরীক্షা ছিল না।

শাস্ত্ররে এমন কিছু বষিয আছে যা বোঝা কঠনি; আর পতিররে কথায়, অঞ্জু ও অস্থতিশীলরা সেগুণে বকিত করে নজিদেরে সর্বনাশ ডেকে আনে। এই জীবনে আমরা হযতো শাস্ত্ররে প্রতিটি অংশরে অর্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নই; কনিতু ব্য়বহারকি সত্য়রে কোনে মৌলকি বষিয রহস্যে ঢাকা পড়ে থাকবে না। ঈশ্বরেরে ব্য়বস্থায় যখন সময় আসবে, বশ্বকে সেই সময়রে সত্য় দ্বারা পরীক্షা করার জন্ম, তখন তাঁর আত্মা মনগুণে শাস্ত্র অনুসন্ধানে উদ্দীপ্ত করবে, উপবাস ও প্রার্থনাসহ, যতক্షণ না

যীশু ঈশ্বরের বাক্য, এবং তিনি সত্য। তিনি পীলাতকে জানান যে তিনি 'জগতে' 'এসছেন' 'সত্যের সাক্ষ্য দিতে', এবং যে যে কেউ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনছে, সে 'সত্যের'। পীলাত ও যীশু যে 'সত্য' শব্দটির কথা বলছেন, তা একটা হিব্রু শব্দ থেকে এসেছে, যা 'সত্য' হিসেবে অনুদতি হয় এবং যা পুরাতন নয়িমি একশ সাতাশ বার পাওয়া যায়। ওই হিব্রু শব্দটি (H571) বিভিন্ন ইংরেজি শব্দে অনুদতি হয়েছে, তবে পুরাতন নয়িমি এটা বিরানব্বই বার 'সত্য' হিসেবে অনুদতি হয়েছে। এটা এমন শব্দগুলোর একটা, যা বহু স্তরে গভীরভাবে শক্তিশালী।

পুরাতন নয়িমি 'সত্য' হিসেবে অনুদতি যে শব্দটি, তা হিব্রু ভাষার তিনটি বর্ণ নিয়ে গঠিত। হিব্রু ভাষায় প্রতিটি বর্ণের নিজস্ব অর্থ থাকে; তাই বর্ণগুলো মিলিয়ে যে শব্দ তৈরি হয়, তার চূড়ান্ত অর্থ নির্ধারণিত হয় প্রতিটি বর্ণের অর্থের সমন্বয়ে। 'সত্য' শব্দটি হিব্রু বর্ণমালার তিনটি বর্ণ—প্রথম বর্ণ, একটা মধ্যবর্তী বর্ণ এবং শেষে বর্ণ—দিয়ে গঠিত। পুরাতন নয়িমি 'সত্য' বোঝানো হয়েছে বর্ণমালার প্রথম ও শেষে বর্ণের সঙ্গতে মাঝখানে একটা বর্ণ রেখে।

এটা বাইবেলীয় 'প্রথম উল্লেখের নীতির সংজ্ঞা। কোনো বিষয় বা শব্দ প্রথমবার উপস্থাপিত হওয়াই তার সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ; সেই শব্দটি বীজস্বরূপ, এবং তাতেই সম্পূর্ণ কাহনি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ডিএনএ নীতি থাকে। 'প্রথম উল্লেখের নীতিতে দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ হলো শেষে উল্লেখ, কারণ শুরু ও শেষের মাঝখানে যে সব কাহনি জন্মায়, সেগুলো সোথানে একসূত্রে বাঁধা হয়। "প্রকাশিত বাক্যে বাইবেলের সব বই মিলিত হয় ও সমাপ্ত হয়", এবং "প্রকাশিত বাক্যই বাইবেলের শেষে বই।

আমরা যে হিব্রু শব্দ "truth" বিবেচনা করছি, তা "Aleph" অক্ষর দিয়ে শুরু হয়; ত্রয়োদশ অক্ষরটি হলো "Mem" এবং বাইশতম ও শেষে অক্ষরটি হলো "Tav"। অবশ্য, এই অক্ষরগুলোর সংজ্ঞা সম্পর্কে আপনাকে কোন ভাষাবিদে কাছ যান তার ওপর নির্ভর করে নানান সূক্ষ্মতা থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ সংজ্ঞাগুলো খুবই তথ্যবহুল।

n (Aleph): হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর; এটা প্রায়ই একত্বের সঙ্গতে সম্পর্কিত এবং ঈশ্বরিকতা ও চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে, যা ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে সংযোগের প্রতীক।

n (Mem): হিব্রু বর্ণমালার তেরোতম অক্ষর এবং এটা প্রায়ই জলের সঙ্গতে সম্পর্কিত।

n (তাভ): হিব্রু বর্ণমালার শেষে বর্ণ, এবং এর অর্থ "চহ্ন" বা "সংকতে"। এটা প্রায়ই সমাপ্তি বা সৃষ্টির "সলিমোহর" ধারণার সঙ্গতে সম্পর্কিত। প্রাচীন হিব্রুতে তাভ বর্ণটির আকৃতি ছিল একটা ক্রুরের মতো।

'সত্য' হিসেবে অনুদতি যে হিব্রু শব্দটি আমরা বিবেচনা করছি, তা তিনটি অক্ষর নিয়ে গঠিত, যা একত্রে চরিত্রের সুসমাচারকে উপস্থাপন করে। কী? এটা সহজেই বোঝা যায় যদি আপনি বুঝতে পারেন যে তিনি স্বর্গদূতের বার্তাই চরিত্রের সুসমাচার। এটা বোঝা যায়, কারণ এই তিনটি অক্ষরের অর্থ তিনি স্বর্গদূতের বার্তাকে উপস্থাপন করে।

প্রকাশিত বাক্যের চৌদ্দ অধ্যায়ের প্রথম স্বর্গদূত চরিত্রের সুসমাচার ঘোষণা করবে এবং তারপর সমগ্র বিশ্বকে বলবে যে "ঈশ্বরকে ভয় কর" এবং সৃষ্টিকর্তার উপাসনার মাধ্যমে তাঁকে মহিমাবিত্তি করো। (আলফে), ঐ তিনটি অক্ষরের প্রথমটির সংজ্ঞা হলো: "দেখ, চরিত্রের ঈশ্বর; এবং মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সেই ঈশ্বর, যাকে মানুষ শ্রদ্ধাভরে ভয় করবে ও উপাসনা করবে।"

আলফে প্রথম দবেদূতরে বার্তাকো প্রতিনিধিত্ব করে।

দ্বিতীয় স্বর্গদূতরে বার্তা মানুষকে বাবলি থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করে, কখন পবিত্র আত্মা ঢালা হয় তা নরিদশে করে এবং বাবলিরে বদিরোহকে চহিনতি করে। (Mem)-এর সংজ্ঞা জলরে সাথে সম্পর্কতি, (আত্মার ঢালার প্রতীক) এবং এটি বর্গমালার ত্রয়োদশ অক্ষর; সংখ্যা তরেো বদিরোহরে প্রতীক, ফলে বাবলিকে চহিনতি করে। Mem দ্বিতীয় স্বর্গদূতরে বার্তাকো প্রতিনিধিত্ব করে।

তৃতীয় স্বর্গদূত মানুষকে পশুর চহিন গ্রহণ না করতে সতর্ক করে, উপাসকদরে দুটি শিরণেও ঈশ্বররে ক্রোধকে চহিনতি করে। (Tav)-এর সংজ্ঞা হলো এটি একটা "চহিন"কে নরিদশে করে (পশুর চহিন); এটি সৃষ্টির মোহরকেও নরিদশে করে (ঈশ্বররে মোহর)। অক্ষরটি নজিহে করুশরে মতো আকৃতিরি। Tav তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তাকো প্রতিনিধিত্ব করে।

জীবনত ঈশ্বররে মোহর কী, যা তাঁর লোকদরে কপালে স্থাপন করা হয়? এটি এমন একটা চহিন, যা স্বর্গদূতরো পড়তে পারে, কনিতু মানুষরে চোখ পারে না; কারণ সংহারক স্বর্গদূতরে এই মুক্তরি চহিনটি দেখো আবশ্যক। ববিকৌ মন প্রভুর দততক পুত্র-কন্যাদরে মধ্যে ক্যালভাররি করুশরে চহিন দেখেছে। ঈশ্বররে আইনরে লঙ্ঘনরে পাপ অপসারতি হয়ছে। তাদরে পরনে ববিহরে পোশাক আছে, এবং তারা ঈশ্বররে সমস্ত আজ্ঞার প্রতি অনুগত ও বশ্বিস্ত।

"যাঁরা সত্য জাননে, তাঁরা যদি কথায় ও কাজে তাঁর আজ্ঞা পালন না করনে, তবে প্রভু তাঁদরে ক্ষমা করবনে না।" Maranatha, 243.

'সত্য' হিসেবে অনুদতি হবিবু শব্দটি তিনটি অক্ষর নিয়ে গঠতি, এবং প্রতটি অক্ষররে নজিস্ব সংজ্ঞা আছে। ওই তিনটি সংজ্ঞাই তনি স্বর্গদূতরে বার্তার সংজ্ঞা। এগুলো প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তারও সংজ্ঞা, কারণ প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তাই ছিলি অ্যাডভেন্টিজিরে সূচনাকালরে বার্তা, আর তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তা হলো অ্যাডভেন্টিজিরে সমাপ্তিকালরে বার্তা। যহেতে যশু শুরু দিয়ে শেষকে ব্যাখ্যা করনে, তাই প্রথম স্বর্গদূত তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার সব ভবষ্মিদ্বাণীমূলক পথচহিন ধারণ করে। এভাবে তিনটি হবিবু অক্ষররে সংজ্ঞা কেবল তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তার প্রতীকই নয়, বরং প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তারও প্রতীকে পরণিত হয়।

প্রকাশতি বাক্যে যোহনকে তখনকার বষ্মিগুলো লখিতে বলা হয়ছেলি, এবং তা করতে গিয়েই তনি একই সঙুগে ভবষ্মিত যো হবো তাও লখিছিলি। তনি শিষেটিকে বোঝাতে শুরুটিকে লপিবিদ্ধ করছেলি। সুস্পষ্টভাবে, সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টিস্টদরে মলিরাইটদরে বার্তা—যা প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তা—অধ্যয়ন ও প্রচার করতে বলা হয়ছে। সেই সত্যগুলো ও সেই ইতিহাস অধ্যয়ন ও প্রচার করতে গিয়ে আমরা তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তা প্রচার করব এবং প্রথম স্বর্গদূতরে ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করব।

"ঈশ্বর আমাদরে নতুন কোনো বার্তা দিছনে না। আমাদরে সেই বার্তাই প্রচার করতে হবো, যা ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে আমাদরেকে অন্যান্য গরিজাগুলো থেকে বরে করে এনছেলি।" রভিউ অ্যান্ড হরোল্ড, ১৯ জানুয়ারি, ১৯০৫।

"১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত যো সব বার্তা দেওয়া হয়ছে, সেগুলো এখন জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবো, কারণ অনেকেই দশিহারা হয় পড়ছেনে। বার্তাগুলো সকল গরিজায় পোঁছাতে হবো।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রলিজিসে, খণ্ড ২১, ৪৩৭.

"১৮৪১, '৪২, '৪৩, এবং '৪৪ সালে আমরা যবে সত্য়গুলা গ্ৰহণ কৰেছিলোম, সেগুলা এখন অধ্যয়ন ও প্ৰচাৰ কৰা উচিত।" Manuscript Releases, খণ্ড ১৫, ৩৭১।

"সত্ৰকবাণী এসছে: ১৮৪২, ১৮৪৩ এবং ১৮৪৪ সালে বার্তাটা আসাৰ পৰ থেকে আমরা যবে বশ্বাসৰে ভিত্তিৰি ওপৰ নৰ্মাণ কৰে আসছ, সেই ভিত্তিকে নাড়া দবে—এমন কছিই আসতে দেওয়া যাবে না। আমি এই বার্তায় ছলিাম, এবং তখন থেকে আজ পৰ্যন্ত ঈশ্বৰ আমাদেৰে যবে আলো দয়িছেনে তাৰ প্ৰত্য়সত্য়নষ্টি থেকে বশ্বৰে সামনে দাঁড়িয়ে আছ। আমরা আমাদেৰে পদ সেই মঞ্চে থেকে সরিয়ে নতি চাই না, যবে মঞ্চে আমাদেৰে পদ স্থাপতি হয়ছেলি—যখন আমরা দনিকে দনি আন্তৰকি প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰভুকে খুঁজছে, আলোৰ সন্ধান কৰছে। আপন কি মনে কৰনে, ঈশ্বৰ আমাকে যবে আলো দয়িছেনে তা আমি ত্যাগ কৰতে পাৰি? এটি যুগযুগেৰে শলিাৰ মতো অটল। এটি প্ৰদান হওয়ার পৰ থেকে সটেই আমাকে পথ দেখিয়ে এসছে।" রভিউ অ্যান্ড হৰোল্ড, ১৪ এপ্ৰিলি, ১৯০৩।

প্ৰথম স্বৰ্গদূতৰে বার্তা এবং যবে ইতিহাসে সেই বার্তা উপস্থাপতি হয়ছেলি, তা কছি ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সত্ৰকতাসহ আমাদেৰে বৰ্তমান ইতিহাসেৰে সঙগে সমান্তৰালতা প্ৰকাশ কৰে এবং সটেকে চিত্ৰিত কৰে। উভয় ইতিহাসই 'সত্য়' শব্দটা গঠনে ঐশ্বৰকি ভাষাবদিৰে ব্যবহৃত তনিটি বিৰণেৰে দ্বাৰাও উপস্থাপতি হয়ছে। আৰ 'সত্য়' শব্দটা চিৰিন্তন সুসমাচাৰেৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।

অ্যাডভেন্টবাদেৰে সূচনাৰ মলিাৰাইটদেৰে ইতিহাস প্ৰথম স্বৰ্গদূতকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, এবং অ্যাডভেন্টবাদেৰে শেষে তৃতীয় স্বৰ্গদূত দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্বকৃত ইতিহাস—এই দুটি ইতিহাস সমান্তৰাল, তবে তাদেৰে মধ্যে কছি পাৰ্থক্য রয়ছে।

প্ৰথম স্বৰ্গদূত বিচাৰেৰে উদবোধনেৰে ঘোষণা দনে এবং তৃতীয় স্বৰ্গদূত বিচাৰেৰে সমাপ্তিৰি ঘোষণা দনে। যবে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক কাঠামোৰ ভিত্তিতে অ্যাডভেন্টবাদেৰে ইতিহাস উন্মোচিত হয়ছে, তা এৰ প্ৰাৰম্ভে যমেন, তমেনি এৰ সমাপ্তিতেও অভিনি। উভয় প্ৰান্তেই প্ৰমাণ কৰা যায় যবে, তনি স্বৰ্গদূত যখন ইতিহাসে আবিৰ্ভূত হন, তখন তা তনিটি ধাপে ঘটে। এবং সেই তনি স্বৰ্গদূতই আবার সেই তনি অক্ষরও। অতএব, অ্যাডভেন্টবাদেৰে উভয় প্ৰান্তেৰে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক ঘটনাক্ৰম তনি স্বৰ্গদূতৰে তনি ধাপেৰে উপৰ ভিত্তি কৰে; এগুলা মাইলফলক, যা আবার "সত্য়" শব্দটা গঠনকাৰী ঐ তনিটি হিব্ৰু অক্ষর দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হয়।

আলফা অ্যাডভেন্টজিমেৰে শুরু, ওমগো অ্যাডভেন্টজিমেৰে শেষে, আৰ মাঝখানেৰে অক্ষরটি, যা তৰোতম অক্ষর, এভাবেই অ্যাডভেন্টজিমেৰে বিদ্ৰোহকে এৰ শুরু থেকে এৰ শেষে পৰ্যন্ত নৰ্দ্দশে কৰে।

আমাদেৰে শেখানো হয়ছে ঈশ্বৰেৰে পথ কোথায় রয়ছে:

হে ঈশ্বৰ, তোমার পথ পবতিৰস্থানে; আমাদেৰে ঈশ্বৰেৰে মতো এত মহান ঈশ্বৰ আৰ কবে আছ? গীতসংহতি ৭৭:১৩।

পবতিৰস্থানে আমরা দেখি যবে ঈশ্বৰেৰে পথ তনি স্বৰ্গদূতৰে বার্তাৰ মতোই তনিটি ধাপ। প্ৰাঙগণে ঈশ্বৰভীতি একজনকে বলি প্ৰদান কৰতে প্ৰরোচিত কৰে এবং ধাৰ্মকি বলে গণ্য হওয়া নশ্চিত কৰতে সাহায্য কৰে। পবতিৰ স্থানে পবতিৰীকরণকে প্ৰতীকায়তি কৰা হয়ছে—ধূপেৰে বদে দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ জীবন, উপস্থাপতি বুটৰি টবেলি দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা শাস্ত্ৰ অধ্যয়নেৰে জীবন এবং দীপাধাৰসমূহ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা

সবোমূলক জীবন। অতপিবতির স্থান বচারককে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম স্বর্গদূতের বার্তায় যমেনটি প্রতফিলতি, যখন আমাদের মধ্যে ঈশ্বরভীতি থাকে, আমরা প্রাণ্গণে ক্রুশেরে পাদদশে ধার্মকি গণ্য হওয়া খুঁজি। যখন আমরা ধার্মকি বলে গণ্য হই (ধার্মকি করা হয়), তখন আমরা পবতির স্থানে প্রতীকায়তি পবিত্রীকৃত জীবনের নতুনতবে (পবতিরতায় বৃদ্ধি) চলি। পবতির স্থান দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সময়, মধ্যরাত্রির আহ্বানসহ, মলিারপন্থীরা যে কাজ সম্পাদন করছিলেন, তার মতো খ্রিস্টানের কাজকে প্রতিনিধিত্ব করে। ধার্মকি গণ্য এবং পবিত্রীকৃত হয়ে আমরা অতপিবতির স্থানে প্রতীকায়তি বচারেরে জন্ম প্রস্তুত হই। পবতিরস্থানে এই তনি ধাপ অনুযায় বসিয়ে পাশাপাশি তনিটি ধর্মতাত্ত্বিকি পরভাষা—ধার্মকি গণ্যকরণ, পবিত্রীকরণ ও মহমাকরণ—কে প্রতিনিধিত্ব করে; আবার তনি স্বর্গদূতের বার্তাকণে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং অবশ্যই প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকণে প্রতিনিধিত্ব করে; আর অবশ্যই "truth" শব্দটি তিরৈকিরতে ব্যবহৃত তনিটি অক্ষরকণে প্রতিনিধিত্ব করে।

পবতিরস্থানে প্রাণ্গণেও আমরা একই তনিটি ধাপ পাই। পবতিরস্থানে প্রবশেরে প্রথম ধাপটি অবশ্যই পবতিরস্থানে শেষে ধাপটিকে চতিরতি করবে, যমেন প্রথম স্বর্গদূত তৃতীয় স্বর্গদূতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূরণ। প্রাণ্গণেরে প্রথম ধাপ হলো বলকি জবাই করা, যা ধার্মকিতার ঘোষণাকি প্রতিনিধিত্ব করে। দ্বিতীয় ধাপ হলো ধৌতকুণ্ড, যখনে চর্বা (পাপ) অপসারণ করা হয় এবং শেষে ধাপগুলোর পূর্বে বলকি শুদ্ধ করা হয়। ধৌতকুণ্ডেরে জলই দ্বিতীয় ধাপেরে বশেষটিয়। তৃতীয় ধাপ হলো প্রকৃত দগ্ধবলি, যা ক্রুশে খরষিটকি প্রতীকীভাবে নরিদশে করত, যখনে বচার সম্পন্ন হয়ছিলি। একই তনিটি ধাপ পবতিরস্থানে প্রথম ধাপেও আছে, যমেন একই তনিটি ধাপ প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকণেও আছে। আলফা ও ওমগোর নীতি পবতিরস্থানে মধ্যে আছে, যমেন তা আছে তনি স্বর্গদূতের বার্তাসমূহে, যমেন তা আছে 'সত্য' শব্দটি গঠনকারী অক্ষরগুলতি।

২৩০০ বছরেরে ভবষিদ্বাণী অভিন্নি কাঠামো ধারণ করে। এই ভবষিদ্বাণী তনিটি ফিরমান দয়িে শুরু হয়ছিলি এবং ১৮৪৪ সালেরে ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা আগমনেরে মধ্যে দয়িে সমাপ্ত হয়ছিলি। এই ভবষিদ্বাণী পাঁচটি ভবষিদ্বাণীমূলক রেখা উপস্থাপন করে, এবং ২৩০০ বছরেরে ভবষিদ্বাণীরে শুরুতে যে ইতিহাস রয়েছে, তা ঐ পাঁচটি ভবষিদ্বাণীরে প্রত্যেকেটিরি সমাপ্তিরি ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। সম্পূরণ ২৩০০ বছরেরে ভবষিদ্বাণীরে শুরুতে তনিটি ফিরমান রয়েছে, এবং এটি তনিটি বার্তার মাধ্যমে শেষে হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে ভবষিদ্বাণীরে সূচনা অশান্ত সময়ে হয়; এতে ইহুদদেরে ফরিে গয়িে মন্দারি ও শহর পুনর্নিমাণেরে বধিন ছিলি। ভবষিদ্বাণীরে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে শুরু হওয়া কাজ ৪৯ বছর পরে অশান্ত সময়েই সমাপ্ত হয়। ৪৯ বছরেরে শুরুটি ৪৯ বছরেরে সমাপ্তকি প্রতফিলতি করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সাল সেই ভবষিদ্বাণীরে সূচনা নরিদশে করে, যা তাঁর বাপ্তস্মিে খ্রিষ্টেরে অভষিকেকে চহিনতি করে। তাঁর অভষিকে ছিলি তাঁর কাজেরে সূচনা—একটি জাতকি একত্র করে তাদেরে নতুন, পুরাতন নয়, যরিশালমেরে নাগরকি হতে—যমেন প্রাচীন ইস্রায়লেকি খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে বাস্তব যরিশালমে পুনর্নিমাণেরে জন্ম একত্রতি করা হয়ছিলি।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫৭ বছরটি একই সঙ্গে সেই ভবষিদ্বাণীরে সূচনা নরিদশে করে, যা চহিনতি করে খ্রিষ্ট কখন ক্রুশবদিধ হবনে। সিস্টার হোয়াইট ক্রুশেরে ইতিহাসকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর মহা হতশার সঙ্গে মলিযিে দেখোন, এবং লোহতি সাগর পার হওয়ার ইতিহাসকেও

তিনি সেই মহা হতশার সঙ্গে সামঞ্জস্য করেন। খ্রিষ্টপূর্ব 457 সালে এমন একটা হতশা হয়েছিল, যা লোহিত সাগরের তীরে হিব্রুদের হতশা, অ্যাডভেন্টিস্টদের মহা হতশা, ক্রুশবদ্ধিতার সময় শিষ্যদের হতশা এবং খ্রিষ্টপূর্ব 457 সালে এজরার হতশাক প্রতীকায়িত করছিল।

"এজরা আশা করছিলেন যে বপুলসংখ্যক লোক যব্রিশালমে ফরিবে, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সংখ্যা হতশাজনকভাবে কম ছিল। অনেকেই, যারা বাড়ি-ঘর ও জমজিমা অর্জন করছিল, এই সম্পদগুলো ত্যাগ করতে কোনো ইচ্ছাই দেখাল না। তারা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যকে ভালোবাসত এবং থেকে যেতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিল। তাদের উদাহরণ অন্যদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াল—যারা না হলে বিশ্বাসে অগ্রসরমানদের সঙ্গে নিজীদের ভাগ্য জুড়ে নতি পారত।" ভবিষ্যদ্বক্তা ও রাজারা, ৬১২।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫৭ সালে ভবিষ্যদ্বাণীরও সূচনা নির্দেশ করে, যা জানায় কখন ঈশ্বর প্রাচীন ইসরায়েলকে ত্যাগ করবেন এবং কখন সুসমাচার অন্যজাতদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে—যা প্রাচীন ইসরায়েলের জন্য নির্দিষ্ট ৪৯০ বছরের একটা বিশেষ অনুগ্রহকালের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। অতএব খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫৭ তাদের অনুগ্রহকালের সূচনা এবং খ্রিষ্টাব্দ ৩৪ তার সমাপ্তি নির্দেশ করে, যা প্রতীকীভাবে বোঝায় যে অ্যাডভেন্টবাদে অনুগ্রহকাল ১৮৪৪ সালে শুরু হয়েছে এবং রবিবারের আইনে গিয়ে শেষ হবে।

২৩০০ বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আরও কয়েকটি অভূতপূর্ব সময়সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তবে এগুলোর প্রতিটিই আলফা ও ওমেগার চিহ্ন রয়েছে। তাদের সূচনা তাদের সমাপ্তিকে চিত্রিত করে।

এট লিখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাচীন ইসরায়েলকে ঈশ্বরের আইনের আমানতদার করা হয়েছিল এবং আধুনিক ইসরায়েলকে কেবল তাঁর আইনেরই নয়, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীরও আমানতদার করা হয়েছে। প্রভু যখন প্রাচীন ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তিবিদ্ধ হলেন, তখন তিনি তাদেরকে পাথরের দুটা ফলকে লিখিত দশ আজ্ঞার আমানতদার করলেন। তিনি যখন মলিরাইট ইতিহাসে আধুনিক ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তিবিদ্ধ হলেন, তখন তিনি তাদেরকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাণীর আমানতদার করলেন—যা হাবাকুককে দুটা ফলকে উপস্থাপিত, এবং ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের পথকিং চারটে চিত্রিত। প্রাচীন ইসরায়েলের সূচনা আধুনিক ইসরায়েলের সূচনাকে চিত্রিত করে।

প্রভু তাঁর জাত ইসরায়েলকে ডেকে বের করে আনলেন এবং তাঁদেরকে জগৎ থেকে পৃথক করে দিলেন, যাতে তিনি তাঁদের কাছে একটা পবিত্র আমানত অর্পণ করতে পারেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর আইনের আমানতধারী করলেন; এবং তিনি চিহ্নিত করেছিলেন যে তাঁদের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান সংরক্ষিত থাকুক। তাঁদের মাধ্যমেই স্বর্গের আলো পৃথিবীর অন্ধকার স্থানগুলোতে উদ্ভাসিত হওয়ার কথা ছিল, এবং এমন এক আহ্বানের ধ্বনি শোনা যাওয়ার কথা ছিল যা সকল জাতিকে তাদের মূর্তপূজা থেকে ফরিয়ে এসে জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বরের সবার করতে ডাক দেবে।

ইব্রীয়রা যদি তাদের অর্পিত দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকত, তবে তারা বিশ্বের এক প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠত। ঈশ্বর হতনে তাদের রক্ষাকারী, এবং তিনি তাদের সকল অন্যান্য জাতের উর্ধ্বে উন্নীত করতেন। তাঁর পরাক্রম ও সত্য তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পাত, এবং তাঁর প্রজ্ঞাময় ও পবিত্র শাসনের অধীনে তারা সব ধরনের মূর্তপূজার উপর তাঁর শাসনের শ্রেষ্ঠতার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু তারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি

রক্ষা করনে। তারা অন্যান্য জাতরি মূর্তিপূজক প্রথা অনুসরণ করল; এবং পৃথিবীতে তাদের স্রষ্টির নামকে প্রশংসতি করার বদলে, তারা সটেকিে অবজ্ঞার পাত্ৰ করে তুলল।

তবুও ঈশ্বররে উদ্দেশ্য পূরণ হতই হব। তাঁর ইচ্ছার জ্ঞান বশ্বিকে দেওয়া আবশ্যিক। ঈশ্বর তাঁর লোকদরে ওপর অত্যাচাররে হাত আনলনে এবং তাদের জাতি-জাতি মধ্যে বন্দদিরে মতো ছড়িয়ে দলিনে। দুঃখ-কষ্টে তাদের অনেকেই নজিদেরে অপরাধরে জন্য অনুতপ্ত হলো এবং প্রভুকে খুঁজল। এভাবে অন্যজাতিদিরে দশে দশে ছড়িয়ে পড়ে তারা সত্য ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান সর্বত্ৰ ছড়িয়ে দলি।

এই দিনে, ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে—যমেন তিনি প্রাচীন ইস্রায়লেকে ডেকেছেলিনে—পৃথিবীতে আলো হয়ে দাঁড়াতে আহ্বান করছেন। সত্যরে পরাকরমশালী কুঠার—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তাগুলি—এর দ্বারা তিনি গরিজাসমূহ ও জগত থেকে একটা জিনগোষ্ঠীকে পৃথক করছেন, তাঁদেরকে তাঁর নজিরে সঙুগে পবতির সান্নিধ্যে আনবার জন্য। তিনি তাঁদেরকে তাঁর ব্য়বস্থার আমানতদার করছেন এবং এই সময়রে জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর মহান সত্যসমূহ তাঁদের নকিট অর্পণ করছেন। প্রাচীন ইস্রায়লেরে নকিট অর্পতি পবতির বাণীর ন্যায়, এগুলো বশ্বিে প্রচাররে জন্য এক পবতির আমানত।

ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে যে প্রথম স্বর্গদূত 'প্রত্যকে জাতি, গোত্ৰ, ভাষা ও লোকদরে' কাছে তার বার্তা ঘোষণা করবে। তৃতীয় স্বর্গদূতরে সতর্কবার্তা—যা একই ত্রবিধি বার্তারই অংশ এবং এ সময়রে জন্য নরিধারতি বার্তা—ততটাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। যে পতাকায় 'ঈশ্বররে আজ্ঞাসমূহ এবং যীশুর বশ্বাস' লখিতি আছে, তা উঁচুতে উত্তোলতি করা হব। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তার শক্ত তৃতীয়টিতে আরও তীব্রতর করা হব। ভবিষ্যদ্বাণীতে এটি এমনভাবে চিত্রিতি হয়ছে যে আকাশরে মধ্যভাগে উড়তে থাকা এক স্বর্গদূত উচ্চ কণ্ঠে তা ঘোষণা করছে, এবং এটি বশ্বিরে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

"মরণশীলদরে উদ্দেশে কখনো উচ্চারতি সর্বাধিকি ভয়াবহ সতর্কবাণীটি নিহিতি রয়ছে তৃতীয় স্বর্গদূতরে বার্তায়। যে পাপ ঈশ্বররে করুণাহীন ক্রোধকে ডেকে আনে, তা অবশ্যই ভয়াবহ পাপ। কনিতু এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে মানুষকে অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়না; ঈশ্বররে বচার নমে আসার আগে পশু ও তার মূর্তির উপাসনার বরিদ্ধে সতর্কবার্তাটি সারা বশ্বিরে কাছে দেওয়া হব, যাতে সবাই জানতে পারে কনে সেই বচার কার্যকর হয় এবং রক্ষা পাওয়ার সুযোগ পায়।" সাইনস অব দ্য টাইমস, ২৫ জানুয়ারি, ১৯১০।

হাবাক্কূকরে দ্বিতীয় অধ্যায়রে পরপূর্ততিতে দুটি ফলকরে নরিমাণ ছিল একাধিকি ভবিষ্যদ্বাণীর পরপূর্ততি।

আমি আমার প্রহরাস্থলে দাঁড়াব, এবং দুর্গপ্রাচীররে উপরে অবস্থান নবে; আমি লক্ষ্য করব তিনি আমাকে কী বলনে, এবং আমাকে তরিসকার করলে আমাকী উত্তর দবে। প্রভু আমাকে উত্তর দলিনে এবং বললনে, দর্শনটি লখিে রাখ, এবং তা ফলকে স্পষ্ট করে লখে, যাতে যে পড়ে সে দেড়ে যেতে পারে। কারণ দর্শনটি এখনো নরিধারতি সময়রে জন্য; কনিতু অন্তে তা কথা বলবে এবং মথিয়া বলবে না। যদগি তা বলিম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, বলিম্ব করবে না।

দখে, যার আত্মা উদ্ধত, তার মধ্যে তা সোজা নয়; কনিতু ধার্মকি তার বশ্বাসে বাঁচবে। হবক্কূক ২:১-৪।

১৮৪৩ সালের অগ্রদূতদের চার্ট এবং ১৮৫০ সালের অগ্রদূতদের চার্ট—উভয়ই প্রণয়নই ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্তি। হবকূকরে পটিকা নিয়ে অধ্যয়ন এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ দিয়ে। তবে হবকূকরে গ্রন্থের ওই পাঠাংশটি আমাদের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

"আমি দেখেছি যে ১৮৪৩ সালের চার্টটি প্রভুর হাত দ্বারা নির্দেশিত ছিল, এবং এটি পরবর্তন করা উচিত নয়; সংখ্যাগুলি তিনি যখন চয়েছিলেন ঠিক তখনই ছিল; তাঁর হাত তার ওপর ছিল এবং কছি সংখ্যায় থাকা একটি ভুলকে আড়াল করছিল, ফলে তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়া না হওয়া পর্যন্ত কউই তা দেখতে পারেনি।" প্রারম্ভিক রচনা, ৭৪, ৭৫.

১৮৪৩ সালের পর প্রভু আরকেটা চার্ট তরৈকিরার নির্দেশে দলিনে, কনিতু প্রথম (১৮৪৩) চার্টটি অনুপ্রেরণা ব্যতীত পরবর্তন করা উচিত নয়।

"আমি দেখলাম যে সতয়টি সারণীগুলোর ওপর স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা উচিত, যে পৃথিবী ও তৎসহ যা কছি আছে সবই প্রভুর, এবং এটিকে স্পষ্ট করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কার্পণ্য করা উচিত নয়। আমি দেখলাম যে পুরনো চার্টটি প্রভুর নির্দেশে পরিচালিত ছিল, এবং ঐশী অনুপ্রেরণা ব্যতীত তার একটি অঙ্কও পরবর্তন করা উচিত নয়। আমি দেখলাম যে চার্টের অঙ্কগুলো ঈশ্বরের যখন চান ঠিক তখনই ছিল, এবং তাঁর হাত তার ওপর ছিল ও কয়কটি অঙ্কে থাকা একটি ভুলকে আড়াল করে রেখেছিল, যাতো তাঁর হাত সরানো না হওয়া পর্যন্ত কউই তা দেখতে না পারে।" স্পাল্ডিং এবং ম্যাগান, ২।

ভাই নকিলসের (যিনি ১৮৫০ সালের চার্টটি তরৈকিরেছিলেন) সঙ্গে থাকাকালীন, ভাই নকিলস চার্টটি তরৈকিরার সময়, বোন হোয়াইট বলছিলেন যে তিনি বাইবেলে ১৮৫০ সালের চার্টটি দেখেছিলেন।

"আমি দেখেছি যে ভাই নকিলস কর্তৃক চার্টটির প্রকাশনায় ঈশ্বরের ছিল। আমি দেখেছি যে বাইবেলে এই চার্টের একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, এবং যদি এই চার্টটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য পরিকল্পিত হয়, যদি এটি একজনদের জন্য যথেষ্ট হয় তবে এটি অন্যদের জন্যও যথেষ্ট, এবং যদি কারও বৃহত্তর স্কলে আঁকা একটি নতুন চার্টের প্রয়োজন হয়, তবে সবারই ঠিক ততটাই প্রয়োজন।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রলিজিসে, খণ্ড ১৩, ৩৫৯।

হাবাক্কুক আদর্শে দিয়েছিলেন, "দর্শন লখি তা ফলকরে উপর স্পষ্ট করে দাও।" হাবাক্কুককে সেই দুটি ফলক ছিল সেই চুক্তির প্রতীক, যা ঈশ্বরের অ্যাডভেন্টবাদের সঙ্গে করেছিলেন, যখন তিনি তাদের তাঁর ভাববাণীগুলির ভাণ্ডারী করলেন—যখন তিনি প্রাচীন ইস্রায়েলের সঙ্গে চুক্তিবিদ্ধ হয়ে ব্যবস্থার দুটি ফলক এবং ব্যবস্থার ভাণ্ডারী হওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কনিতু হাবাক্কুক সেই ফলকরে প্রসঙ্গে উপাসকদের দুই শ্রণেকে চিহ্নিত করেন, যাদের দ্বারা দর্শনটি স্পষ্ট হওয়ার কথা ছিল। এক শ্রণে, যাদের "প্রাণ অহংকারে ফাঁপে উঠছে" এবং যারা "সৎ নয়," এবং আরকে শ্রণে, যাদের "ধার্মিক" বলা হয়েছে, যারা "তার বিশ্বাসে বাঁচবে।"

হাবাক্কুককে প্রক্শাপট দেখায় যে যারা ন্যায়সিদ্ধ ঘোষিত, তারা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের উপর ভিত্তি করে থাকা এক বিশ্বাসে জীবনযাপন করছে, যা দুটি ফলকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে; অতএব যারা ন্যায়সিদ্ধ ঘোষিত নয়, তারা অ্যাডভেন্টবাদের সূচনা প্রত্যাখ্যান করছে। আমি যে বিষয়টি তুলে ধরতে চাই, তা আমরা কছি সময় আগে যে একটি অংশ বিবেচনা করেছিলাম তার উপর ভিত্তি করে। এতে বলা আছে:

তবে পবিত্রস্থান, ২৩০০ দিনের সঙুগে এর সম্পর্ক, ঈশ্বরকে আজ্ঞাসমূহ এবং যীশুর বিশ্বাস—এই ধরনের বিষয়সমূহ অতীতের অ্যাডভেন্ট আন্দোলন ব্যাখ্যা করতে ও আমাদের বর্তমান অবস্থান কী তা দেখাতে, সংশয়ীদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে এবং মহামানবিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিততা দিতে একবারে উপযুক্ত। আমরা প্রায়ই দেখছি, এগুলোই ছিল প্রধান বিষয়, যগুলোর ওপর বার্তাবাহকদের বসিত্বভাবে আলোচনা করা উচিত। আরলি রাইটিংস, ৬৩।

আমরা সদ্য এই চারটি সত্য পর্যালোচনা করছি: পবিত্রস্থান, ২৩০০ দিন, ঈশ্বরকে আজ্ঞাসমূহ এবং যীশুর বিশ্বাস। আমরা এই চারটি সত্যকে সেই সত্যের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করছি, যা "অতীতের অ্যাডভেন্ট আন্দোলন ব্যাখ্যা করতে এবং আমাদের বর্তমান অবস্থান কী তা দেখাতে সম্পূর্ণরূপে পরিকল্পিত"। সেই কাঠামোটি হলো "প্রথম উল্লেখের নিয়ম", এটি আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর, এবং এটিই সত্যের কাঠামো; কেননা "সত্য" শব্দটির মধ্যেই "বর্তমান সত্য" হিসেবে চিহ্নিত। এই চারটি সত্যের মতো একই স্বাক্ষর বদ্বিমান, যা অ্যাডভেন্টবাদে সূচনা ব্যাখ্যা করার জন্য পরিকল্পিত ছিল।

অন্য কিছু না হলেও, এর অর্থ হলো যে আমরা যে 'truth' হিসেবে অনুদতি শব্দটি বিবেচনা করছি, সেটিই চরিত্রিত সুসমাচারের কাঠামো, এবং সেটিই চূড়ান্ত সতর্কবার্তার কাঠামো, এবং সেটিই তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার কাঠামো, এবং সেটিই যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যের একটি বৃহৎ অংশ।

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদে যিশু খ্রীষ্টের প্রকাশরূপে যে চূড়ান্ত সতর্কবার্তাটি উপস্থাপিত হয়েছে, প্রকাশিত বাক্যের সমাপ্তিতে সেটির বিষয়ে দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত বাক্যের সমাপ্তি পুরাতন নিয়মের প্রথম পদসমূহেরও এবং শেষে পদসমূহেরও সাক্ষ্য দেয়। এই চারটি উল্লেখকে সামনে রেখে, ঈশ্বরপ্রদত্ত 'পংক্তির পর পংক্তি' নীতি প্রয়োগ করলে বোঝা যায় যে চূড়ান্ত সতর্কবার্তাটি স্রষ্টার তাঁর সৃষ্টি সত্তাদে সঙুগে সম্পর্ককে বিষয়ই। এটি তাঁর সৃষ্টিশক্তির সঙুগে সম্পর্কিত। এটি তাঁর সৃষ্টিশক্তি কীভাবে তাঁর মণ্ডলীতে প্রকাশিত হয়, সেই বিষয়ের সঙুগেও সম্পর্কিত। এটি সেই ঈশ্বরত্বের গুণের সঙুগেও সম্পর্কিত, যা শেষে শুরু সঙুগে সনাক্ত করে। এটি এমন এক বার্তা, যা কৃপাকালের সমাপ্তির ঠিক আগে এসে পৌঁছায় এবং আরও। সবগুলো একত্রে বিবেচনা করলে বিষয়টি ঈশ্বরকে সৃষ্টিশক্তি সম্পর্কিত। আর তাঁর সৃষ্টিশক্তির প্রথম উল্লেখটি আদাপিস্তকরে প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই, প্রথম পদ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পদ পর্যন্ত।

আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ছিল নরিকার ও শূন্য; গভীর জলের ওপর অন্ধকার ছায়ে ছিল। আর ঈশ্বরকে আত্মা জলের ওপর ভাসছিল।

ঈশ্বর বললেন, আলো হোক; এবং আলো হলো। ঈশ্বর আলো দেখলেন যে, তা ভালো; এবং তিনি আলোকে অন্ধকার থেকে আলাদা করলেন। ঈশ্বর আলোকে দিন বললেন, আর অন্ধকারকে রাত বললেন। সন্ধ্যা হলো, সকাল হলো—প্রথম দিন।

ঈশ্বর বললেন, 'জলরাশি মাঝখানে এক আকাশমণ্ডল হোক, এবং তা জলকে জল থেকে পৃথক করুক।' ঈশ্বর আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন, এবং আকাশমণ্ডলের নিচে যে জল ছিল তা আকাশমণ্ডলের উপরে যে জল ছিল তার থেকে পৃথক করলেন; এবং তাই হল। ঈশ্বর সেই আকাশমণ্ডলের নাম রাখলেন আকাশ। আর সন্ধ্যা হল, সকাল হল—দ্বিতীয় দিন।

আর ঈশ্বর বললেন, আকাশের নীচের জল এক স্থানে একত্রিত হোক, এবং শুকনো ভূমি প্রকাশিত হোক; এবং তমেনই হলো। ঈশ্বর শুকনো ভূমির নাম রাখলেন পৃথিবী; আর জলসমূহের সমাবেশকে তিনি নাম দিলেন সমুদ্রসমূহ; এবং ঈশ্বর দেখলেন যে তা ভালো। আর ঈশ্বর বললেন, পৃথিবীর উপর ঘাস, বীজবাহী গুল্ম, এবং তার প্রকার অনুসারে ফলদানকারী ফলবৃক্ষ, যার বীজ তার মধ্যহে আছে, উৎপন্ন হোক; এবং তমেনই হলো। আর পৃথিবী ঘাস উৎপন্ন করল, এবং তার প্রকার অনুসারে বীজবাহী গুল্ম, এবং তার প্রকার অনুসারে ফলদানকারী বৃক্ষ—যার বীজ তার মধ্যহে ছিল; এবং ঈশ্বর দেখলেন যে তা ভালো। আর সন্ধ্যা হলো, এবং সকাল হলো; তৃতীয় দিন।

আর ঈশ্বর বললেন, আকাশমণ্ডলে জ্যোতিষিকসমূহ হোক, যাতে দিনকে রাত থেকে পৃথক করা যায়; এবং তারা হোক নদিরশনের জন্য, ঋতুর জন্য, দিনের জন্য এবং বছরের জন্য। আর তারা আকাশমণ্ডলে জ্যোতিষ্যে থাকুক, যাতে পৃথিবীর উপর আলো দায়ে; এবং তমেনই হলো। আর ঈশ্বর দুটি মহান জ্যোতিষিক সৃষ্টি করলেন; বৃহত্তর জ্যোতিষিক দিনকে শাসন করার জন্য, এবং ক্షুদ্রতর জ্যোতিষিক রাতকে শাসন করার জন্য; তিনি নিক্ষত্রসমূহও সৃষ্টি করলেন। আর ঈশ্বর তাদের আকাশমণ্ডলে স্থাপন করলেন, যাতে তারা পৃথিবীর উপর আলো দায়ে, এবং দিন ও রাতের উপর শাসন করে, এবং আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করে; এবং ঈশ্বর দেখলেন যে তা ভালো। আর সন্ধ্যা হলো এবং সকাল হলো—চতুর্থ দিন।

আর ঈশ্বর বললেন, জল যেনে প্রচুর জীবন্ত চলমান প্রাণী উৎপন্ন করে, এবং আকাশমণ্ডলের উন্মুক্ত বসিতারে পৃথিবীর উপরে উড়তে পারে এমন পাখি হোক। আর ঈশ্বর বৃহৎ সমুদ্রজন্তু সৃষ্টি করলেন, এবং জলে প্রচুরভাবে জন্মানো চলমান প্রত্যকে জীবন্ত প্রাণী, তাদের নজি নজি প্রকার অনুযায়ী, এবং প্রত্যকে ডানাওয়ালা পাখির নজি প্রকার অনুযায়ী; আর ঈশ্বর দেখলেন যে তা ভালো হয়েছে। আর ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, ফলবান হও, বৃদ্ধি পিও, সমুদ্রগুলোর জল পূরণ করো, আর পাখি পৃথিবীতে বৃদ্ধি পাক। আর সন্ধ্যা হল, সকাল হল—পঞ্চম দিন।

ঈশ্বর বললেন, “ভূমি যেনে তার নজি নজি প্রকার অনুযায়ী জীবন্ত প্রাণী উৎপন্ন করে—গৃহপালিত পশু, সরীসৃপ, এবং ভূমির জন্তুদের তাদের নজি নজি প্রকার অনুযায়ী।” এবং তাই হলো। ঈশ্বর ভূমির জন্তুদের তাদের নজি নজি প্রকার অনুযায়ী, গৃহপালিত পশুদের তাদের নজি নজি প্রকার অনুযায়ী, এবং ভূ-পৃষ্ঠে যে সব সরীসৃপ চলাফেরা করে তাদের নজি নজি প্রকার অনুযায়ী সৃষ্টি করলেন; এবং ঈশ্বর দেখলেন, তা ভালো হয়েছে। ঈশ্বর বললেন, “চল, আমরা আমাদের স্বরূপে, আমাদের সদৃশ মানুষ সৃষ্টি করি; এবং তারা সাগরের মাছ, আকাশের পাখি, গৃহপালিত পশু, সমগ্র পৃথিবী, এবং পৃথিবীতে যে সব সরীসৃপ চলে তাদের উপর কর্তৃত্ব করুক।” অতএব ঈশ্বর তাঁর নজিস্ব স্বরূপে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; ঈশ্বরকে স্বরূপে তাঁকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী হিসেবে তাদের সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁদের বললেন, “ফলবান হও, বংশবিস্তার কর, পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর এবং তাকে বশে আন; এবং সাগরের মাছ, আকাশের পাখি, এবং পৃথিবীতে চলমান প্রত্যকে জীবন্ত সত্তার উপর কর্তৃত্ব কর।” ঈশ্বর বললেন, “দখে, পৃথিবীর সর্বত্র যে সকল বীজবাহী শস্য-উদ্ভিদ আছে এবং যে সকল বৃক্ষে বীজ-উৎপাদনকারী ফল আছে, আমি সিংগলো তোমাদের দিচ্ছি; এগলো তোমাদের খাদ্য হবে।” এবং পৃথিবীর প্রত্যকে জন্তু, আকাশের প্রত্যকে পাখি, এবং পৃথিবীতে যে সব সরীসৃপ চলে—যার মধ্য প্রাণ আছে—তাদের সকলের জন্য আমি প্রত্যকে সবুজ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে দিচ্ছি; এবং তাই হলো। ঈশ্বর যা যা সৃষ্টি করছিলেন, সবই তিনি দেখলেন, আর দেখে, তা অতি ভালো। এবং সন্ধ্যা হলো, সকাল হলো—ষষ্ঠ দিন।

এইভাবে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তাতো যা কছি আছে—সব সম্পন্ন হলো। আর সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর করা কার্য সমাপ্ত করলেন; এবং তিনি সপ্তম দিনে তাঁর সকল কাজ থেকে বশিরাম নলিনে। ঈশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করলেন এবং তা পবত্রির করলেন; কারণ সেই দিনে তিনি তাঁর সকল কাজ—যা ঈশ্বর সৃষ্টি করে করছিলেন—তা থেকে বশিরাম নয়ছিলেন। উৎপত্তি ১:১–২:৩।

পূর্ববর্তী পদগুলো সৃষ্টির সম্পূর্ণ সাক্ষ্যকে উপস্থাপন করে, এবং জোর দিয়ে যে ঈশ্বরের বাক্যে সৃষ্টিশক্তি রয়েছে।

সমস্ত পৃথিবী প্রভুকে ভয় করুক; জগতের সব অধিবাসী তাঁর প্রতীশ্রদ্ধাভয়ে অভভিত হোক। কারণ তিনি বিললনে, আর তা হয়ে গেলে; তিনি আদেশে দলিনে, আর তা অটল রইল। গীতসংহতি ৩৩:৮, ৯।

যে একই সৃষ্টিশক্তি বিশ্ব সৃষ্টি করেছে, মানুষকে রূপান্তরিত করতে খ্রিস্ট সেই শক্তির ব্যবহার করেন।

জগতসমূহকে অসত্ত্বিবে আহ্বানকারী যে সৃজনশক্তি, তা ঈশ্বরের বাক্যে নহিত। এই বাক্য শক্তি দান করে; এটি জীবন উৎপন্ন করে। প্রত্যেকে আদেশেই একটি প্রতীশ্রুতি; ইচ্ছাশক্তি দ্বারা গ্রহণ করলে, আত্মায় ধারণ করলে, এটি সঙ্গে নিয়ে আসে অনন্ত সত্তার জীবন। এটি স্বভাবকে রূপান্তরিত করে এবং আত্মাকে ঈশ্বরের প্রতীশ্রুতিতে পুনঃসৃষ্টি করে।

"এইভাবে প্রদত্ত জীবন একইভাবে রক্ষিতও হয়।" ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রত্যেকে বাক্য বরে হয়' (মথি ৪:৪) দ্বারা মানুষ বাঁচবে।" শকিয়া, ১২৬।

যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বিষয় মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাক্য কীভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়, তা জোর দিয়ে তুলে ধরে। এটি পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে, সেখান থেকে এক স্বর্গদূতের কাছে, তারপর এমন এক নবীর কাছে আসে, যিনি তা লিখে গরিজাগুলির কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের শুরু ও শেষে বর্ণিত এই যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি যাকোবের সেই মইয়ের উদাহরণেও চিত্রিত হয়েছে, যেখানে স্বর্গদূতের সাথে মই বয়ে উপরে ওঠে ও নচিত নামে। এটি জাখারিয়ার দুইটি সোনার নলের মাধ্যমেও চিত্রিত হয়েছে, যা তলেকে পবত্রিস্থানে নিয়ে আসে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার যোগাযোগের প্রক্রিয়া বাইবেলের ভাববাণীর একটি বিষয়, এবং যে বার্তা প্রেরিত হয়, তাতো মহাবিশ্ব সৃষ্টিকারী সেই সৃজনশীল শক্তি নহিত থাকে। প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত এই যোগাযোগের প্রক্রিয়ায় বোঝা যায় যে গরিজাগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া বার্তায় এক লাওদকীয়কে এক ফলিডলেফীয় রূপান্তর করার ক্ষমতা বদ্বিমান।

আমরা পুরাতন বা নতুন নিয়মের শুরু বা শেষে যটোই ববিচেনা করি না কনে, বার্তাটি একই। ঈশ্বর চূড়ান্ত সতরুকাবর্তা দিচ্ছেন, এবং এটি যারা শোনে ও পালন করে, তাদরে ক্ষেত্রে এতে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি নহিত থাকে। এই কাজটি সম্পন্ন করে যে বার্তা, তা আলফা ও ওমেগোর ঈশ্বরিক কাঠামোর মধ্যস্থে স্থাপিত—আরম্ভ, মধ্যভাগ ও সমাপ্তি। হিব্রু ভাষার যে তনিটি অক্ষর একত্রে "সত্য" শব্দটি তিরে করে, তা-ই চরিন্তন সুসমাচার; আর সেই অক্ষরগুলা ও তাদরে অর্থ, এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হলে যে শব্দটি সৃষ্টি হয়, তা মূলনীতিটিকে এবং একই সঙ্গে যিনি আলফা ও ওমেগো তাঁকোও প্রতীকায়িত করে। এটি তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে বিশেষভাবে উদ্ভাসিত করে। সৃষ্টি-বৃত্তান্তের শেষে তনিটি শব্দ প্রতীকি ঐ তনি অক্ষর দিয়ে, সেই ক্রমই শুরু হয় যভোবে "সত্য" শব্দটি গঠিত।

সৃষ্টির কাহিনির সমাপ্তিতে থাকা তিনটি শব্দ এমন তিনটি অক্ষর দিয়ে শুরু হয়, যগুলো একত্রে "সত্য" শব্দটি গঠন করে। শ্লোকের শেষে তিনটি শব্দ যথাক্রমে অক্ষর α (Aleph), μ (Mem), এবং τ (Tav) দিয়ে শুরু হয়েছে। ওই তিনটি শব্দের অনুবাদ হলো "ঈশ্বর", "সৃষ্টি করলেন" এবং "তরৈকরলেন"। এই তিনটি শব্দই ঐ ক্রমানুসারে অক্ষর α (Aleph), μ (Mem), এবং τ (Tav) দিয়ে শুরু হওয়ায় সৃষ্টি-বর্ণনার পূর্ণতা ও শৃঙ্খলা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। হিব্রু পাঠের একটি আকর্ষণীয় ভাষাগত বিশ্লেষণ হিসেবে এই প্যাটার্নটির কথা ইহুদি ভাষ্যকাররা উল্লেখ করেছেন।

সৃষ্টির আখ্যান 'আদতি' এই বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হয়, এবং তা শেষে হয় তিনটি শব্দে, যা আলফা ও ওমেগা—আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ—এরই প্রতীক। আদপিস্তকরে সাক্ষ্যবাণীতে প্রত্যাফলতি সৃষ্টিশক্তি সেই অসাধারণ ভাষাবাদিরে স্বাক্ষর দিয়ে শুরু হয় এবং সেই স্বাক্ষরই শেষে হয়।

কোনো কছির শুরু দিয়ে তার শেষকে চিত্রিত করা—এই কথাটিতেই প্রবক্তা যোহন গুরুত্ব দিয়েছিলেন; কারণ তিনি তখন যা ছিল তা লিখতে লিখতেই, একই সঙ্গে যা হবে তাও লিখছিলেন।

পুরাতন নয়িমের শেষে উল্লিখিত এলিয়াহের চূড়ান্ত সতর্কবার্তা রববিয়ারে আইন সংকট এবং আসন্ন শেষে সাতটি দুর্ঘটনায় প্রবেশ করে একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নীতিকে চিহ্নিত করে।

"প্রথম উল্লিখেরে নয়িম" এবং এটি যা কিছু প্রতিনিধিত্ব করে, সেটাই সেই "কাঠামো" যার মধ্যে "বর্তমান সত্য"কে স্থাপন করার কথা। সেই কাঠামোটি হলো "প্রথম উল্লিখেরে নয়িম", যা ঈশ্বরের গুণাবলিও একটা।

অ্যাডভেন্টবাদের সূচনাকালে প্রতিনিধিত্বকারী দানয়িলে গ্রন্থ এবং সমাপ্তিকালে প্রতিনিধিত্বকারী প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থকে আমরা যখন 'প্রথমটি শেষটিকে চিত্রিত করে'—এই নীতিতে দেখি, তখন বস্তুসমূহের সমান্তরালতা পাই। দানয়িলে গ্রন্থে 'পালমোনি'—অর্থাৎ রহস্যসমূহের আশ্চর্য গণনাকারী—নামটি ব্যবহৃত হয়ে যীশুর একটি গুণ প্রকাশ পায়। দানয়িলে আরও যীশুকে মহাদূত মথিয়ায়লে হিসেবে পরিচয় করায়। দানয়িলের মতোই কাজ করার জন্য যোহনকেও নিযুক্ত করা হয়েছে; তবে তিনি যীশুকে গণতীরে অধিপতি বা স্বর্গদূতের প্রধান হিসেবে নয়, ভাষার অধিপতি হিসেবে পরিচয় করান। আমরা যখন যীশুকে বর্ণমালার অধিপতি হিসেবে বিবেচনা করি, তখন আমাদের বাইবেলের দীর্ঘতম অধ্যায় গীতসংহতি ১১৯-এর কথা বিবেচনা করা উচিত।

গীতসংহতি ১১৯ একটি বর্ণানুক্রমিক আদ্যাক্ষর-কবিতা, অর্থাৎ আট পদে প্রত্যাংশে সব পদই একই বর্ণ দিয়ে শুরু হয়। হিব্রু বর্ণমালায় বাইশটি বর্ণ আছে; তাই আট পদে এমন বাইশটি অংশ রয়েছে। প্রত্যাংশ বর্ণানুক্রমে পরপর বর্ণ দিয়ে শুরু হয়, এবং সেই বর্ণের অধীন আটটি পদই ওই বর্ণ দিয়ে আরম্ভ হয়। প্রত্যাংশ বর্ণের জন্য আটটি পদ আছে; সুতরাং আট গুণ হিব্রু বর্ণমালার বাইশ বর্ণ মিলিয়ে মোট একশো ছয়টি পদ হয়। এই গীতটি এমন এক ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যকে জোর দিয়ে, যিনি শৃঙ্খলার ঈশ্বর (তাই এই আদ্যাক্ষরভিত্তিক কাঠামো), বশিষ্টতার নয়।

গীতসংহতি ১১৯-এর আরেকটি প্রধান বিষয় হলো এই গভীর সত্য যে ঈশ্বরের বাক্য সর্বপরিপূর্ণ। এই গীত জুড়ে ঈশ্বরের বাক্যকে বোঝাতে আটটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে: ব্যবস্থা, সাক্ষ্যসমূহ, উপদেশসমূহ, বধিসমূহ, আজ্ঞাসমূহ, বিচারসমূহ, বাক্য, এবং বধিানসমূহ। প্রায় প্রতিটি পদই ঈশ্বরের বাক্যের উল্লেখ রয়েছে। গীতসংহতি ১১৯ কবেল

শাস্ত্রের চরিত্র নশ্চিতি করে না, এটি আরও নশ্চিতি করে যে ঈশ্বরকে বাক্য ঈশ্বর স্বয়ং-এর চরিত্রকেই প্রতফিলতি করে। গীতসংহতি ১১৯-এ উপস্থাপিত ঈশ্বরের এই গুণাবলির দিকে লক্ষ্য করুন:

1. ধার্মিকতা (পদ ৭, ৬২, ৭৫, ১০৬, ১২৩, ১৩৮, ১৪৪, ১৬০, ১৬৪, ১৭২)
2. বিশ্বাসযোগ্যতা (শ্লোক ৪২)
3. সত্যবাদিতা (পদ ৪৩, ১৪২, ১৫১, ১৬০)
4. বিশ্বস্ততা (পদ ৮৬)
5. অপরবিরতনশীলতা (পদ ৮৯)
6. শাস্বততা (পদ্য ৯০, ১৫২)
7. আলো (শ্লোক ১০৫)
8. পবিত্রতা (শ্লোক ১৪০)

গীতটি দুটি ধন্যবচন দিয়ে শুরু হয়। "ধন্য" তারা, যাদের পথ নশ্চিকলঙ্ক, যারা ঈশ্বরের আইন অনুযায়ী চলে, যারা তাঁর বধিনসমূহ পালন করে এবং সর্ববান্তঃকরণে তাঁকে অনুসন্ধান করে। এই মহান গীত থেকে আমাদের জন্ম শিক্ষা এগুলোই। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জ্ঞানী করতে পর্যাপ্ত, ধার্মিকতায় আমাদের প্রশিক্ষিত করে এবং প্রত্যেকে সংকর্মে জন্ম আমাদের সজ্জতি করে (২ তীমথি ৩:১৫-১৭)।

অবশ্যই, গীতসংহতি ১১৯ এমন এক বিষয়ের অংশ, যা ধর্মীয় জগতে মোটামুটি অমীমাংসিত। এটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে—বাইবেলের মধ্যবর্তী পদ কোনটি এবং বাইবেলের মধ্যবর্তী অধ্যায় কোনটি। আপনি ইন্টারনেটে খুঁজলে দেখবেন, আপনি কোন সংস্করণে বাইবেলে ব্যবহার করেন ইত্যাদি বিষয়কে ঘিরে নানান যুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এই বতিরকরে প্রতটি অবস্থানের সমস্যা হলো, বাইবেলের 'মধ্য'—পদ হোক বা অধ্যায়—এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা উচিত বাইবেলের রচয়িতার দ্বারা, বাইবেলের মানব অধ্যাতো বা সমালোচকের দ্বারা নয়।

বাইবেলে শাখায় যে সবকিছুই শুরু ও শেষ আছে। সবকিছুই একটি সময় আছে।

সব কিছুই একটি সময় আছে, এবং আকাশের নচি প্রত্যেকে উদ্দেশ্যের জন্ম একটি সময় আছে: জন্মগ্রহণের সময়, এবং মৃত্যুর সময়; রোপণের সময়, এবং যা রোপণ করা হয়েছে তা উপড়ে ফেলার সময়। সন্তোপদেশক ৩:১, ২।

জন্মের একটি সময় আছে এবং মৃত্যুরও একটি সময় আছে, তবু আমাদের জীবনের শুরু ও শেষের মাঝখানে যে জীবন ঘটে সেটিও আছে। জন্ম হলো সময়ের এক কক্ষণিক মুহূর্ত; মৃত্যু-ও তমেনই। জীবন হলো মধ্যভাগ, এবং সাধারণত এতে আমাদের জন্মের সময় ও মৃত্যুর সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ইতিহাস জড়িয়ে থাকে।

"প্রথম উল্লেখেরে নয়িম"-এ মধ্য অংশে সাধারণত প্রথম ও শেষের তুলনায় অনেক বেশি সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বাইবেলে কোনো একক পদ বা অধ্যায় খুঁজে নিয়ে তাকে মধ্য বলে সংজ্ঞায়িত করা মানো বাইবেলের সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করা, যদিও শুরু ও শেষ মূলত সময়ের বিন্দু: মধ্য সাধারণত একটি সময়কাল। অবশ্যই, শুরু, শেষ ও মধ্য পরস্পরের সঙ্গী সামঞ্জস্যপূর্ণ হবো, যদিও প্রায়ই শেষের অভিন পথচহিনটি শুরুরটির বিপরীত হয়ে থাকে।

যশু বাপ্তসিমদাতা যোহনকে এলিয়াহ হসিবে চহিনতি করছেলিনে, এবং তারা দুজনই একই ভবষিযদ্বাণীমূলক ঘটনাক্রমকে তুলে ধরনে; কনিতু এলিয়াহকে এক দুষ্টি নারী (ইজবেলে) নরিয়াতন করছেলি, যনিতাক বন্দী করে হত্যা করতে চেয়েছেলিনে, তবে তনিতা কখনো করতে পারনেনা। এলিয়াহর প্রতীকস্বরূপ যোহনকে এক দুষ্টি নারী (হেরোডিয়াস) বন্দী করে হত্যা করতে চেয়েছেলি, এবং তনিতা করছেলিনে। এলিয়াহ ও যোহন পরস্পরবনিমিয়ে প্রতীক, কনিতু তাদের কছি ভবষিযদ্বাণীমূলক বশেষিট্য় পরস্পররে বপিরীত; তবুও তারা সমান্তরাল। এলিয়াহ কখনো মারা যাননা, যোহন মারা গয়িছেলিনে। এই উপলব্ধিয়ে পরস্পররে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভবষিযদ্বাণীমূলক দশিাচহিন প্রায়ই পরস্পররে বপিরীত, তা তাদেরকে সাহায্য করে যারা দখেতে চান যে বাইবেলেরে মাঝখান হলো গীতসংহতি ১১৮।

আমরা যমেনটি সংজ্ঞায়তি করে আসছি, প্রথম উললখেরে নয়িম প্রয়োগ করলে আমরা দখেয়ে বাইবেলেরে মধ্যভাগরে সূচনা হচ্ছে গীতসংহতি 117—এটি বাইবেলেরে সবচেয়ে ছোট অধ্যায়, দুটি পদ নিয়ে গঠিত। এর পরই 118 অধ্যায়, যা বাইবেলেরে মধ্যভাগ, এবং 118-এর পরে 119 অধ্যায়, যা বাইবেলেরে সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায় এবং বাইবেলেরে মধ্যভাগরে সমাপ্তি। বসিময়কর ভাষাবদি শুরুটকিে সবচেয়ে ছোট অধ্যায় দয়িে চহিনতি করছেনে, এরপর সমাপ্তটকিে সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায় দয়িে চহিনতি করছেনে। এগুলো দুটি বপিরীতমুখী অধ্যায়। শুরুট বীজ, আর সমাপ্তি হলো যখনে সমপূর্ণ পরপিক্ব গাছটি বকিশতি হয় এবং মধ্যভাগে অবস্থতি সব সাক্ষ্য একসূত্রে গাঁথা হয়। গীতসংহতি 117 লক্ষ্য করুন।

হে সকল জাত, সদাপ্রভুকে স্তব কর; হে সকল প্রজা, তাঁকে স্তব কর। কারণ আমাদের প্রতীতির করুণা প্রবল; এবং সদাপ্রভুর সত্য চরিকাল স্থরি থাকে। সদাপ্রভুকে স্তব কর। গীতসংহতি ১১৭:১, ২।

আমরা যে তনিতা অক্ষর দয়িে গঠতি শব্দটি বিবেচনা করছি, তা দ্বিতীয় পদে “সত্য” বলে অনূদতি হয়ছে এবং এটি বাইবেলেরে মধ্যভাগরে সূচনাকে উপস্থাপন করে (বাইবেলেরে মধ্যভাগ হলো গীতসংহতি ১১৭-১১৯)। মধ্যভাগরে সমাপ্তি গীতসংহতি ১১৯। গীতসংহতি ১১৮ হলো মধ্যভাগরে মধ্যভাগ। গীতসংহতি ১১৮ বাইবেলেরে সবচেয়ে ছোট ও সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায়রে মাঝখানে অবস্থতি, এবং সবচেয়ে ছোটটি, যা সূচনা, সখনে “সত্য” শব্দটি উপস্থাপতি হয়ছে—যা তনিতা অক্ষরে গঠতি; এই তনি অক্ষর চরিস্থায়ী সুসমাচাররে তনি ধাপকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং সত্যকে বোঝার কাঠামো গঠন করে। এই কাঠামোটি নীতস্বরূপ খ্রিস্টরে চরিত্রকে আলফা ও ওমগো হসিবে উপস্থাপন করে।

মধ্যরে সমাপ্তি, অর্থাৎ ১১৯ অধ্যায়টি, বাইবেলেরে মধ্যভাগে স্থাপতি একটি বর্ণানুক্রমকি অ্যাক্রোস্টিকি, যা অসাধারণ ভাষাবদিরে ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ১১৯ অধ্যায়ে চারবার একই শব্দকে ‘সত্য’ হসিবে অনুবাদ করা হয়ছে।

আর সত্যবাক্যটি আমার মুখ থেকে একবারে কড়ে নগি না; কারণ আমি তোমার বধিনসমূহে আশা রখেছি। পদ ৪৩।

তোমার ধার্মকিতা চরিন্তন ধার্মকিতা, এবং তোমার আইনই সত্য। পদ ১৪২।

হে প্রভু, তুমিনিকিটে আছ; এবং তোমার সমস্ত আজ্ঞা সত্য। পদ ১৫১।

আদথিকেই তোমার বাক্য সত্য; এবং তোমার ধার্মকি বধিনসমূহরে প্রত্যকেটি চরিকাল স্থায়ী। পদ ১৬০।

এই পদগুলিতে উল্লিখিত সত্যটি হলো বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর এমন এক নীতি, যা আদা থেকে অন্তর্কমে শনাক্ত করে; এবং পদগুলির সাথে সত্য হল যে, আলফা ও ওমেগা বাইবেলের মধ্যভাগে তাঁর স্বাক্ষর স্থাপন করছেন, যখন তিনি শুরুতে ও শেষে করছেন। প্রথম ও শেষের সাথে স্বাক্ষরই তৃতীয় স্বর্গদূতের চূড়ান্ত সতর্কবার্তা উপস্থাপনের 'ধাঁচ'। মধ্যভাগের শেষে অংশে চারটি পদ রয়েছে, যগুলোতে 'সত্যতা' হিসেবে অনূদিত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; যদুপি চতুর্থ উল্লিখিত সটেকিবেল 'সত্য' হিসেবে অনূদিত হয়েছে। ওই চারটির শেষে পদটি নির্দেশ করে যে, 'আদা থেকেই' সাথে বাণী 'সত্য'।

আদাপিস্তক ১ ও ২-এর সৃষ্টির বিবরণে শুরুতেই, "truth" শব্দটি সিরাসর লিখো না থাকলেও, সৃষ্টির সাথে বিবরণের শেষে তিনটি শব্দে তা প্রত্যাফলিত হয়েছে, কারণ ঐ তিনটি শব্দের আদ্যাক্ষর ধারাবাহিকভাবে মিলিয়ে "truth" শব্দটি তৈরি হয়। আদাতে বাক্য ছিল, এবং তাঁর দ্বারাই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে; আর আদাপিস্তকে সৃষ্টির সাক্ষ্য "আদাতে" বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হয় এবং শেষে হয় তিনটি শব্দ দিয়ে, যা খ্রিস্টের এক গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সত্যসমূহকে উপস্থাপন করে—যে গুণটি ইশায়া গ্রন্থে তাঁর একমাত্র ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

বাইবেলের মাঝখান (গীতসংহতি ১১৭-১১৯) ১১৭ অধ্যায়ে শুরু হয়, যখন 'সত্য' শব্দটির ব্যবহার দ্বারা এই সত্যটির উল্লিখিত করা হয়েছে যে, শুরুই শেষকে প্রতিনিধিত্ব করে। শব্দটি তিনটি অক্ষরে গঠিত, যা চরিত্রের সুসমাচার ও তিন স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং সৃষ্টির কাহিনির সমাপ্তি চিহ্নিত করে। বাইবেলের মাঝখানের শেষাংশ হল এমন এক বর্ণমালার উপস্থাপন, যা সেই অসাধারণ ভাষাবিদ প্রস্তুত করেছিলেন—এই বোঝাপড়া প্রতীকিত করতে যে তাঁর চরিত্রের সম্পর্কে এখন যা প্রকাশ করা হচ্ছে, তা 'প্রকাশ' শব্দটির সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গত পূর্ণ। কারণ যীশু খ্রিস্টের প্রকাশ এমন এক বার্তা, যা খ্রিস্টের চরিত্রের এমন একটা দিক উপস্থাপন করার জন্য নির্মিত, যা এতদনি—যদি আদা—সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়নি। এই প্রকাশ চুক্তির ইতিহাসের রাখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ চুক্তির ইতিহাসে নামসমূহের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে ঈশ্বরের প্রচেষ্টার প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যখন তাঁর-ইতিহাস ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হয়েছে।

ব্যবস্থার মহত্তম নীতিসমূহ, ঈশ্বরের স্বরূপেরই নীতিসমূহ, পরবর্তে খ্রিস্টের উচ্চারণিত বাক্যে সন্নিবেশিত আছে। যারা এগুলোর উপর নির্মাণ করে, তারা যুগযুগান্তরে শিলা খ্রিস্টের উপরই নির্মাণ করছে। বাক্য গ্রহণে আমরা খ্রিস্টকে গ্রহণ করি। এবং কেবল যারা এভাবে তাঁর বাক্যসমূহ গ্রহণ করে, তারাই তাঁর উপর নির্মাণ করছে। 'যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে—যা হচ্ছে যীশু খ্রিস্ট—তা ছাড়া আর কউে কোনো ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না।' ১ করিন্থীয় ৩:১১। 'স্বর্গের নচিে মানুষের মধ্যে আর কোনো নাম দেওয়া হয়নি, যার দ্বারা আমাদের উদ্ধার পতে হবে।' প্রেরিতদের কার্য ৪:১২। খ্রিস্ট, সেই বাক্য, ঈশ্বরের প্রকাশ—তাঁর চরিত্র, তাঁর ব্যবস্থা, তাঁর প্রমে, তাঁর জীবনের প্রকাশ—তিনিই একমাত্র সেই ভিত্তি, যার উপর আমরা এমন এক চরিত্র নির্মাণ করতে পারি যা স্থায়ী থাকবে। আশীর্বাদের পরবর্তে, ১৪৮।

অবশ্যই এই সত্য সম্পর্কে আলোচনা করার আরও অনেকে কিছু রয়েছে, তবে আমরা এখানেই থামছি।